জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ওয়াংচুকে ভয়

সোনম ওয়াংচুকের অনশন-প্রতিবাদে দিশেহারা কেন্দ্র। বুধবার গণবিক্ষোভে পুড়েছে বিজেপির পার্টি অফিস। বৃহস্পতিবার ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের ঘোষণা

বাড়ছে মেঘের ওজন

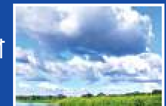

শুক্রবার মেঘের সঞ্চার হবে বেশি তার জেরেই পঞ্চমীতে ভারী বৃষ্টি। বিশেষ সতর্কতা মৎস্যজীবীদের জন্য। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র হলুদ সতর্কতা। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি

জুবিনের মৃত্যুতে গুয়াহাটি থেকে গ্রেফতার শেখরজ্যোতি গোস্বামী

যোগীরাজ্যে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত তিন

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১২৪ ● ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ৯ আশ্বিন ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 124 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 26 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সুরুচি সংঘের পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন উদ্যোক্তা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মেয়র ফিরহাদ হাকিম, স্বরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার।

ড্রেজিং নিয়ে উদাসীন কেন্দ্র, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

বিকল্প পথে রাজ্য

প্রতিবেদন : ডিভিসির ছাড়া জলে বানভাসি হয় বাংলা। বহুবার বলা সত্ত্বেও রাজ্যকে না জানিয়ে ঝাড়খণ্ড-বিহারকে বাঁচাতে ফরাক্কা, ডিভিসি, মাইথন— কেউ ড্রেজিং করে না। এমনকী কলকাতা বন্দরও ড্রেজিং করে না। সব জল বাংলায় এসে জমা হয়। এ নিয়ে একাধিকবার ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পুজো বলে খ্যাত সুরুচি সংঘের পুজো উদ্বোধনে গিয়ে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, কেন্দ্র ড্রেজিং না করলে বিকল্প ব্যবস্থা কী করতে হয় আমি জানি। তাঁর কথায়, আপনাদের আশীর্বাদে আমি যদি ফিরে আসতে পারি (২০২৬) তবে এর ব্যবস্থা আমি করব। আমাদের দিকে জল ঠেলে দেওয়া হলে, আমরা ওদের দিকে জল ঠেলে দেব। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আমি ড্রেজিংয়ের কথা বলতে বলতে আমার গলা ব্যথা হয়ে গিয়েছে। কিছুতেই শোনে না। খালি বড় বড় কথা বলে। বারবার বাংলাকে কেন এত দুর্ভোগ পোহাতে হবে? বাংলা নৌকার মতো। সব জল এসে জমা হয়। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতবড় দুর্যোগের পরেও

যাঁরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছেন, তাঁরা নিজেরা আয়নায় মুখ দেখুন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ওঁরা নিজেদের অতীত ভুলে যাচ্ছেন। এতবড় দুর্যোগ হয়েছে। তাও ছ'ঘণ্টার মধ্যে জল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। লন্ডনেও দশদিন জল থাকে। দিল্লিতে পাঁচ–ছ'দিন থাকে। তার মধ্যে ভরা কোটাল। গঙ্গায় জল উপচে পড়ছে। ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আপনি যাবেন কোথায়? গঙ্গা ভর্তি, নদী-নালা ভর্তি। খাল-পুকুর ভর্তি। আমার নামে কেস না করে কেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করুক না, যে ড্রেজিং করে না কেন? সব জল বাংলায় আসে কেন? তোমরা আমাদের জলে ভাসাও, আমরা জল তাড়াই। সাড়ে ৫ লক্ষ পুকুর কেটেছি বাংলায়। তাই জল বের করে দিতে পারি। ৫০০ চেক ড্যাম তৈরি করেছি।

এদিন জিএসটি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ২০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হবে। তবুও মানুষের স্বার্থে আমরা এটা মেনে নিয়েছি। আমি প্রথম চিঠি লিখেছিলাম। বাংলা ভাষার অপমান নিয়েও নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সুরুচি সংঘের এবারের থিম আহুতি। থিম সংও লিখেছেন এবং সুর করেছেন (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মাটি ও আকাশ

তিনি শুধুই আকাশ দেখেন
আকাশে ঘুরতে ভালবাসেন
আকাশই তার বুদ্ধি জোগায়
আকাশেই চলে তার মত হাই-ফাই।।

মাটির পৃথিবী তিনি চেনেন না
জানেন না মাটির গন্ধ
আকাশে ঘুরেই তিনি শুধু ভাবেন
তিনি মহাদাতা ভণ্ড।।

জানেন না তিনি মাটি না থাকলে
আকাশ পেতে কোথায়?
মাটির সাথে যোগাযোগ থাকলে
তবে আকাশকে পাওয়া যায়।।

জন্ম থেকেই সোনার চামচ
যার জীবনে ছোঁয়ান অর্থের বন্যা
তিনি কেন কাঁদবেন মাটির জন্য
তিনি নয় মাটির মানস কন্যা।।

পুলিশে আরও মহিলাদের নিয়োগ করা হবে : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : রাজ্য পুলিশে আরও বেশি করে মহিলাদের নিয়োগ করতে হবে। বৃহস্পতিবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনের পুজো উদ্বোধনে গিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পুলিশ ফোর্সে ছেলেদের পাশাপাশি মহিলারাও খুব ভাল কাজ করছে। মহিলা পুলিশের উইনার্স টিম–সহ অন্য মহিলা পুলিশকর্মী-অফিসাররা দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন। পুলিশ পরিবারের পুজো বলে খ্যাত আলিপুর বডিগার্ড লাইনের মণ্ডপ তৈরি হয়েছে দিঘা জগন্নাথধামের আদলে। যার ভুয়সী প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, যে কোনও উৎসবে, দুর্যোগে পুলিশ অফিসার এবং কর্মীরা রাস্তায় নেমে কাজ করেন। তাঁদের পরিবার প্রচণ্ড সাপোর্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করেন বলে এই কাজটা সম্ভব হয়।

বডিগার্ড লাইনে কলকাতা পুলিশের এএলএস অ্যাম্বুল্যান্সের নামকরণে মুখ্যমন্ত্রী।

এরপরেই পুলিশ পরিবারের মহিলাদের ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবার থেকে পুলিশের ভাল কাজে পুরস্কার চালু হোক। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে সেই পুরস্কার দেওয়া হবে। এখানেও বাংলা ভাষার অপমান নিয়ে গর্জে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। একটি অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধন (এরপর ১২ পাতায়)

বাংলার শ্রমিককে কর্নাটকে পিটিয়ে খুন করল দুর্বৃত্তরা

প্রতিবেদন : কর্নাটকে পিটিয়ে খুন মালদহের শ্রমিক খাইরুল জামালকে (৫৪)। মালদহের দিলালপুরের বাসিন্দা খাইরুল কাজের সন্ধানে গিয়েছিলেন মহীশূরে। কিন্তু কাজ নয়, সেখান থেকে এল তাঁর নিথর দেহ ফেরার খবর। পরিবার সূত্রে খবর, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে কাজের খোঁজে মহীশূরে গিয়েছিলেন খাইরুল। অভিযোগ, বুধবার রাতে একদল দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। নিহত শ্রমিকের বাড়িতে যান জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার।

নবনীড়ে আবাসিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার চেতলায়।

আপনারাই একান্নবর্তী পরিবার

প্রতিবেদন : চেতলার নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমের পুজো উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃদ্ধাশ্রমের প্রবীণদের হাতে তুলে দিলেন পুজোর উপহার— নতুন বস্ত্র। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে গান গেয়ে শোনালেন বয়োজ্যেষ্ঠরা। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সেই গান শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর তিনি বললেন, আপনারাই তো আসল একান্নবর্তী পরিবার। একসঙ্গে থাকেন, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেন, একসঙ্গে ঘুরতে যান, একে-অপরকে দেখেন। সুখ-দুঃখ আপনারা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেন। এখন তো পুজোর আয়োজনও করা হয়। এই পরিবার ভাল থাকুক। আপনারা ভাল থাকবেন। অনেক পরিবার আছে, যারা আপনাদের মা (এরপর ১২ পাতায়)

পুজোর পরেই ১৩,৪২১ পদে শিক্ষক নিয়োগ

প্রতিবেদন : খুব শীঘ্রই জারি হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি। পুজোর আগেই সুখবর দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বুধবার প্রকাশিত হয়েছে প্রাথমিক টেটের ফলাফল। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটোর পর থেকে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ওএমআর শিট। এদিন

শিক্ষামন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে জানান, আসন্ন শারদীয়ায় বাংলার যুবক-যুবতীদের শিক্ষক পদপ্রার্থীদের জন্য সুখবর। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৩,৪২১টি শূন্য পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। পুজোর পরে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে সংসদ। সকল চাকরি-প্রার্থীদের জন্য (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
26 September, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮২০ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এদিন পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উনবিংশ শতকের বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক ও গদ্যকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাংলা ভাষার জনক বললে হয়তো ভুল বলা হবে না। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করেছিলেন। অনুবাদ সাহিত্যও তাঁর কলমের স্পর্শে উজ্জ্বল হয়েছে। নারী-শিক্ষার সূত্রপাত ও বিস্তারে তাঁর অবদান ব্যাপক। শুধু নারী-শিক্ষাই নয়, সমাজের সকল স্তরের মানুষকে বিদ্যাসাগর শিক্ষার আলো দেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাল্যবিবাহের অবসান ঘটাতে, বিধবাবিবাহ প্রচলন করে নারীর অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, বহুবিবাহ রহিত করে নারীকে অবিচার ও যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে। মাইকেল মধুসূদন তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, তিনি ছিলেন 'the genius and wisdom of ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother', এই তিনের সমাহার।

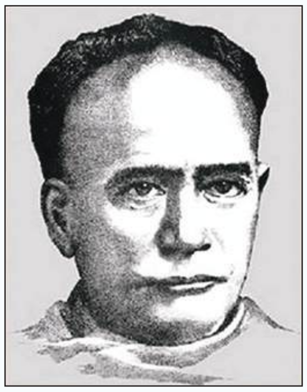

১৯৮৯ হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৯) এদিন পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য সংগীতশিল্পী, সুরকার, সংগীত পরিচালক, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক। লিখেছেন ছোটগল্পও। লতা মঙ্গেশকর একদা তাঁর কৈশোরের 'হিরো' হেমন্তদাদার বিষয়ে বলেছিলেন, ''এ যেন গুহার ভিতরে মন্দিরে দেবতার কণ্ঠস্বর। শ্রবণকে যা শুদ্ধ করে।'' উস্তাদ আমির খান তাঁর গান শুনতে এসেছেন দেখে স্বভাব-বিনয়ী হেমন্ত কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু উস্তাদজি বলেন, ''মাইক্রোফোন থেকে আপনার স্বর ঈশ্বরের কণ্ঠ মনে হয়।'' এখনও তাঁর স্মৃতিচারণা করতে বসলে হৈমন্তী শুক্লার মতো অনেক স্নেহধন্যই একবাক্যে স্বীকার করে নেন, ''যেমন ছিল তাঁর সাদামাঠা জীবন, তেমনই সুর, গায়কি, কণ্ঠমাধুর্য।'' বাংলা ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে তাঁর গাওয়া গান চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়।

১৯২৩ দেবানন্দ (১৯২৩-২০১১) এদিন জন্ম নেন। বলিউডের চিরসবুজ অভিনেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পুরো নাম ধরম দেবদত্ত পিশোরিমাল আনন্দ। একাধারে তিনি ছিলেন তুখোড় নায়ক, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক। ১৯৫০-এর দশক এবং ১৯৬০-এর দশকে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল গগনচুম্বী। দেবানন্দ অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর মধ্যে আছে 'জিদ্দি', 'বাজি', 'ট্যাক্সি ড্রাইভার', 'সিআইডি', 'কালাপানি', 'কালাবাজার', 'গাইড', 'জুয়েল থিফ', 'গ্যাম্বলার', 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ', 'হীরা পান্না' প্রভৃতি।

১৯৭৭ উদয়শংকর (১৯০০-১৯৭৭) এদিন প্রয়াত হন। বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। তাঁর আকর্ষণীয় অভিনয়কলা দক্ষিণ এশিয়ার ধ্রুপদী লোকনৃত্য ও সংগীতের সমৃদ্ধি সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগতে এক নতুন ধারণার জন্ম দেয়। তাঁর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ভারতীয় নৃত্যকলার জন্য অভূতপূর্ব সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বয়ে আনে। ভারত ও বাংলায় তিনি নৃত্যকে সংগীত ও নাটকের সমমর্যাদায় উন্নীত করেন। ১৯৭১ সালে তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৫ সালে তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রদান করে। ভারতীয় ডাকবিভাগ তাঁর এবং তাঁর দলের 'তাণ্ডব নৃত্যের' ওপর বেশ কয়েকটি বর্ণাঢ্য ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

১৯০৩ হীরেন বসু (১৯০৩-১৯৮৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক, সংগীতশিল্পী, সংগীতরচয়িতা, সুরকার, লেখক ও ঔপন্যাসিক। বাংলা চলচ্চিত্রে নেপথ্য সংগীতের প্রবর্তক তিনি এবং প্রথম কণ্ঠদান তাঁর নিজের।

১৯১৬ নীরদ মজুমদার (১৯১৬-১৯৮২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় আধুনিকতাবাদী নবীন প্রজন্মের ও কলকাতা গ্রুপের অন্যতম চিত্রশিল্পী ছিলেন তিনি। ইউরোপীয় ছবির আঙ্গিকে ভারতীয় শৈলীর অপূর্ব সংমিশ্রণ করে নিজস্ব আঙ্গিকে শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন।

কর্মসূচি

■ কোদালিয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭০,১৭১ এবং ১৭২ নম্বর বুথে সুকান্তনগর এলাকায় পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ নির্মাল্য চক্রবর্তী-সহ অন্য আধিকারিকেরা। কর্মসূচিতে মানুষের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫০৭

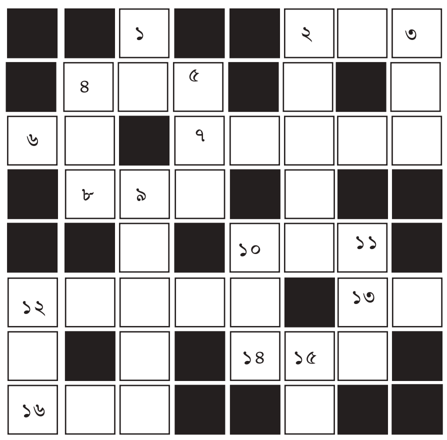

পাশাপাশি : ২. ছাতা ৪. শিষ্টাচার, ভদ্রতা ৬. ক্ষুধা ৭. দূত, সংবাদবহনকারী ৮. প্রতিজ্ঞা ১০. আচ্ছন্নভাব, ঘোর ১২. মধ্য ১৩. নয় সংখ্যক ১৪. নিশান ১৬. সুন্দর, চমৎকার।

উপর-নিচ : ১. ব্যাধি ২. ছত্রিশগড়ের অধিবাসী ৩. ঝগড়া, বিবাদ ৪. হুকুম ৫. নিবাস, বাস ৯. চিঠিতে বন্ধুতা ১০. ভিড়, বহু লোকের সমাবেশ ১১. মানসিক ১২. দশ ফোঁটার তাস ১৫. হৃদয়, অন্তর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫০৬ : পাশাপাশি : ১. জ্ঞানবিজ্ঞান ৪. ভাঙন ৫. উপাখ্যান ৬. একজাত ৮. পাড়াগাঁ ৯. কাজেরমেয়ে। **উপর-নিচ :** ১. জ্ঞানবান ২. বিমলি ৩. নবপ্রভাত ৫. উৎকলিকা ৬. একপায়ে ৭. রেঞ্জার।

২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৩৭০০
গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৪৩৫০
হলমার্ক গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৮৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৩৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৩৭৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)।

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৭০	৮৮.০৪
ইউরো	১০৬.১৬	১০৩.৩২
পাউন্ড	১২৪.৬১	১১৮.১৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ইমন

■ দেব

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

তৃতীয়ায় পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী ■ এক ফ্রেমে খণ্ডচিত্র

মণ্ডপের দেওয়ালে বন্দে মাতরম

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এর পুজো সুরুচি সংঘের পুজো উদ্বোধনে গিয়ে মণ্ডপের দেওয়ালে বন্দে মাতরম লেখেন। আসলে শিল্পী অনির্বাণ দাসের হাতে এবার সুরুচির মণ্ডপ দর্শকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে। অনুশীলন সমিতি-বিপ্লবীদের নানা কর্মকাণ্ড দেশ স্বাধীনের দিন গুলির সংঘর্ষ সবেরই আঁচ পাওয়া যাবে। আন্দামানের সেলুলার জেলে বহু বাঙালি বন্দি ছিলেন। সেকথা স্মরণ করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওখান থেকে রেপ্লিকা নিয়ে এসে এখানে আলিপুর জেল মিউজিয়ামে আমরা রেখেছি। বন্দি অবস্থায় বিপ্লবীরা নানা কথা লিখতেন সেলের দেওয়ালে। তাতে বন্দে মাতরম অবশ্যই লিখতেন। পরে যা সার্বিক রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হয়।

নৌকো করে জল দেখতাম বডিগার্ডে

প্রতিবেদন : যাদবপুরের সাংসদ থাকার সময় আলিপুর বডিগার্ড লাইন আসতাম জল দেখতে নৌকো করে। কারণ তখন দিনের পর দিন জল জমে থাকত জল বের করার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে আসার পর এই অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে। এখন জল হলেও দ্রুত বের করে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনের পূজা উদ্বোধনী গিয়ে স্মৃতিচারণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে যে দুর্যোগ হয়েছে তা কখনও হয়নি। তবুও ৬ ঘণ্টার মধ্যে শহরের জল বেশিরভাগ জায়গা থেকে বের করে দেওয়া গেছে। কলকাতা কর্পোরেশন খুবই ভাল কাজ করেছে। ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হলে আপনি কী করবেন! তবুও আমরা টানা কাজ করে সে ব্যবস্থা করেছি। যারা নিন্দে করার যারা কুৎসা করার প্রচার করার তারা করবে। কারণ তাদের কোনও কাজ নেই। আমাকে তো গালাগাল করা হয় । কিন্তু আমি মনে করি ক্ষমাই পরম ধর্ম।

জেলার ৩৫০ পুজোর উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবারও প্রায় জেলার সাড়ে তিনশো পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটের বাড়ি থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন তিনি। দুই দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি-সহ একাধিক জেলার পুজোর আয়োজন-বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি দেখে খুশি হন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ইসলামপুর ও সংলগ্ন এলাকায় বেশ ভালো পুজো হয়েছে। মা-বোনেরা নিজেদের মতো করে পুজোর দিনগুলি দেখে রাখবেন। সকলকে আমার শুভেচ্ছা রইল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুখবর

বারবার বাধা। মূলত আইনি বাধা। মুখ্যমন্ত্রী যখন আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন বাংলার যুবক-যুবতীদের সামনে চাকরির রাস্তা খুলে দিতে তখন বিজেপি, সিপিএম-সহ বিরোধী দলগুলি আগামী প্রজন্মের চাকরি আটকাতে নির্লজ্জভাবে বারবার কোর্টে গিয়েছে। এমনও দেখা গিয়েছে যাদের চাকরির জন্য ওকালতি করছিল এই বিরোধী দলগুলি, তাদের চাকরি আটকাতে মামলা করেছে। আসলে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বাংলার উন্নতি, বাংলার শিল্প, বাংলার তরুণ প্রজন্মের চাকরি আটকাতে বিরোধীরা মরিয়া। স্পষ্ট হয়ে যায়, রাজনীতিতে হেরে গেলে তখন এই ধরনের ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপই বাকি থাকে। রাজ্য সরকার মাথা ঠান্ডা রেখে একদিকে আইনি লড়াই লড়েছে, অন্যদিকে শূন্যপদে চাকরির জন্য পদক্ষেপ করেছে। পুজোর ঠিক আগেই শিক্ষামন্ত্রী খুশির খবর শুনিয়েছেন। জানিয়েছেন, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে নিয়োগ করা হবে। ১৩,৪২১টি শূন্যপদে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে উৎসব শেষ হলেই। নিশ্চিতভাবে এ-খবর বাংলার চাকরিপ্রার্থী তরুণ-তরুণীদের কাছে সুখের খবর। আনন্দের খবর। আর যারা বাংলার নেতিবাচক খবরের জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করে থাকেন, তাঁদের অনুরোধ রাস্তায় নেমে রাজনীতি করুন। কিন্তু বাংলার মানুষের জীবন-জীবিকার উপর আক্রমণ করে প্রতিশোধ নেবেন না।

ঘরে-ঘরে বাঙালি হোক তাঁর মতো

বাঙালির নবজাগরণ যাঁর হাত ধরে শুরু, আজ ফের বাঙালির অস্মিতা রক্ষায় সেই প্রাণপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরই শরণাপন্ন হওয়ার সময়। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঙালি যেন তাঁরই মতো দৃপ্ত ও প্রতিবাদী তেজে পথ চলতে পারে, দেবী দুর্গার কাছে এই প্রার্থনা করি। বছর ছয়েক আগে কলকাতার বুকে তাঁর মূর্তি ভাঙার মতো লজ্জাজনক ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল, বাংলা থেকে তারা চিরতরে বিদায় হোক, এই প্রার্থনাও রইল মায়ের কাছে, বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসে, মহাচতুর্থীর পুণ্য দিনে। বাংলার শিক্ষাপ্রেমী মানুষজনের কাছে এই দিনটা নিঃসন্দেহে গর্বের, আনন্দের। তাঁর মতো মনীষীর দেহাবসান হয়েছে, শরীরী ভাবে আজ আর তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রাণপ্রদীপ তো চিরজাগরুক। অন্ধকার সময়ে তা গোটা জাতির কাছে পথপ্রদর্শক। আজ এক আঁধারঘেরা সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে বাংলা ও বাঙালি। ভিনরাজ্যে ভাষা সন্ত্রাসের 'শিকার' বাংলাভাষী মানুষজন। তার প্রতিবাদে হাতিয়ার বাংলার শত শত বছরের প্রাচীন সংস্কৃতিই, যার অন্যতম পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর। নারীশিক্ষা থেকে শুরু করে একাধিক সমাজসংস্কারমূলক কাজের ভিত্তিস্থাপন তাঁরই হাত ধরে। আজ তাই সেই বিদ্যাসাগরের পথেই বাংলা সংস্কৃতি, ভাষা রক্ষার লড়াইয়ে নামার উদ্দীপনা ছড়িয়ে দিতে হবে দিকে দিগন্তে। বিদ্যাসাগর আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গর্ব। বাংলা তথা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান এবং নারীর অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁর লড়াই আমরা কখনও ভুলতে পারব না। আমরা আজ যা, তা অনেকটাই তাঁর অবদান— সেই বর্ণপরিচয় থেকে যার সূচনা। আজ যখন দেশ জুড়ে বিজেপির নেতৃত্বে বাংলা ভাষা ও বাঙালির ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছে, তখন এই মহামনীষীর জীবন, শিক্ষা ও দর্শন আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। যারা আজ বাংলা ও বাঙালিকে আক্রমণ করছে তারাই বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষে কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে তাঁর মূর্তি ভেঙেছিল। মা-মাটি-মানুষের সরকার সেই মূর্তি পুনঃস্থাপন করেছে। বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহে বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করে নানাবিধ উন্নয়ন, সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন করা থেকে শুরু করে তাঁর কলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়ির মিউজিয়ামটিকে নতুনভাবে করে দেওয়া, বিদ্যাসাগর কলেজকে হেরিটেজ হিসেবে গড়ে তোলা, বিদ্যাসাগর কলেজেই তাঁর নামে একটি আর্কাইভ তৈরি করা, তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলকাতার মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনকে অনুদান দেওয়া— অনেক কিছুই করা হয়েছে, হচ্ছে ও আগামীদিনেও হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। তাঁর ২০৫ তম জন্মদিনে আর একবার এই মহামানবকে প্রণাম জানাই। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঙালি যেন তাঁরই মতো দৃপ্ত ও প্রতিবাদী তেজে পথ চলতে পারে, এই প্রার্থনা করি।

— অরুণিমা দাস, দমদম সেন্ট্রাল জেল, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

রামরেড! বড় বড় কথা এখন মুখে?

কলকাতা নাকি ভেনিস! কত ঠাট্টা, মশকরা রামরেডদের! বলি, আপনাদের কি স্মরণে নেই, লাল জমানার কথা! হাঁটু-জলে শহর জলবন্দি থাকত হপ্তাভর। দোসর ছিল লোডশেডিং। মনে পড়ে না, কিছুদিন আগে বেঙ্গালুরু, দিল্লি, মুম্বইয়ের কথা! সব ভুলে গিয়ে মা-মাটি-মানুষকে গাল দিলে যে ধর্মে সইবে না! কাউকে তো দেখলাম না লাল কিংবা গেরুয়া ঝান্ডা নিয়ে দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে। যত বাতেলা ঘরে বসে, ফেসবুকে! কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা! লিখছেন **পার্থসারথি গুহ**

মহিষাসুর আসার আগেই কলকাতা দেখল মেঘাসুরের ভয়াবহ আবির্ভাব। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় তিনশো মিলিমিটারের বেশি মেঘ-ভাঙা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হল কলকাতা। আর ততটাই তাৎপর্যপূর্ণ ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাস্তায় নেমে পূর্ণাঙ্গ মনিটরিং করে শহরবাসীকে ভয়াবহ দুর্যোগ-মুক্ত করলেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এবং টিম কলকাতা কর্পোরেশন। মা দুর্গার মতোই মহিষাসুররূপী মেঘাসুরকে বধ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! তাঁকে সর্বতোভাবে সহায়তা করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কেএমসি। সিপিএমের হার্মাদ জমানায় প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যরা মেয়র থাকাকালীন সারমেয়দের প্রস্রাবে কলকাতা ডুবে যেত বলে বদনাম ছিল। মিলিমিটারে সেঞ্চুরি পেরোলেই বানভাসি হত কলকাতা। জল নামতে সাত-আটদিন লেগে যাওয়া ছিল রীতিমতো দস্তুর। সেই জায়গায় রাতারাতি ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টির মুখে পড়েও যেভাবে মাত্র ২৪ ঘণ্টার কম সময়ে ঘুরে দাঁড়াল কলকাতা তাকে মমতা-ম্যাজিক ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়!

মোদি-শাহের সাধের স্মার্ট সিটি আহমেদাবাদ, দেবেন্দ্র ফড়েনবিশ-শিন্ডের মুম্বই থেকে রেখা শর্মার দিল্লি ক'দিন আগেই সামান্য বৃষ্টিতে যেভাবে সমুদ্র হয়ে গিয়েছে এবং তার জেরে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে নাজেহাল হতে হয়েছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা তথা কলকাতা কতটা এগিয়ে।

বাম জমানার অনেক কুকীর্তির কথা এখনও বাংলার মানুষের দুঃস্বপ্নে ফিরে ফিরে আসে। ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে বাঙালি।

বিশেষ করে পুজোর মুখে কলকারখানায় লালবাতি জ্বলে যাওয়া রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেসময়। মালিকপক্ষের সঙ্গে সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু নেতাদের যোগসাজশে ঠিক পুজোর আগে কলকারখানা বন্ধের নোটিশ পড়ে যেত। বোনাস পাওয়ার মুহূর্তে বেতনই বন্ধ হয়ে যেত। অগণিত পরিবার রাস্তায় নেমে আসত। নতুন জামা-কাপড়, ঠাকুর দেখা দুরস্থ। গ্রাসাচ্ছদনের চিন্তায় পরিবারগুলো ত্রাহি ত্রাহি রব তুলত। এভাবেই একের পর এক কলকারখানা ধ্বংস করে, বাংলার পরিকাঠামো লাটে তুলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আফিম গেলাত সিপিএম নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী স্তালিনিস্ত বামফ্রন্ট সরকার।

আরও একটা কথা এখানে না বললেই নয়। লাল জমানার জলযন্ত্রণার কথা। বস্তুত, কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যটাকে নরক বানানোর পাশাপাশি সামান্য বৃষ্টিতে বানভাসি কলকাতা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তখন একটা কথার বেশ প্রচলন ছিল, আবহাওয়া অধিকর্তা রাজেন্দ্রনাথ গোলদারের কোনও ভবিষ্যৎ-বাণী মিলত না বলে, গোলদার সাহেবকে 'গুলদার' বলে ডাকা শুরু করেছিল বাঙালি। আর অল্প হাঁচি, কাশি, কুকুর-ব্যাঙের প্রস্রাবের মতো সামান্য বৃষ্টিতে জল-থইথই কলকাতা তো সিপিএমের ব্যর্থতার বড় উদাহরণ ছিল। আলিমুদ্দিনের তাত্ত্বিক নেতারা মুখে যতই মারিতং জগতং করুন না কেন, তাঁদের আমলে বারংবার কলকাতা ডুবেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম কলকাতা, লাগোয়া শহরতলির অলিগলি ভাসত নোংরা জলে। যে গরিবের গান গেয়ে ভোট কিনত সিপিএম বানভাসি কলকাতায় সেইসব বস্তি অঞ্চল হয়ে উঠত নরকযাপনের বদ্ধ কারাগার। কত মানুষ যে তড়িদাহত হয়ে, গাছ-চাপা পড়ে সেই জমানায় মারা গিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। শুধু প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথাই কেন বা বলি, খোদ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র সাদার্ন অ্যাভিনিউ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, আশুতোষ মুখার্জি

রোড-সহ ভবানীপুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের বিস্তীর্ণ এলাকা, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, আমহার্স্ট স্ট্রিট, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, গিরিশ পার্ক, ধর্মতলা, উল্টোডাঙা, দমদম ইত্যাদি অঞ্চলগুলি অতি-সামান্য মিলিমিটার বৃষ্টিতেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। বেহাল বেহালা নামকরণ তো সেই ঘোর বাম জমানায়, যখন বন্দুকের জোরে আর ক্যাডার বাহিনীর ছাপ্পা ভোটে জোর করে কলকাতা পুরসভার দখল নিত সিপিএম। বেহালায় তাদের এই কুকীর্তির অগ্রভাগে সেইসময়ের দাপুটে নেতা নির্মল মুখোপাধ্যায়। কসবা-যাদবপুর-বেহালাকে অ্যাডেড এরিয়ার বকলমে কলকাতা পুরসভার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এভাবেই দিনের পর দিন পুরসভা জোর করে কুক্ষিগত করেছে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী। মুচিপাড়া থেকে মেছুয়াবাজার বা মেটিয়াবুরুজ সর্বত্র পরিষেবা উঠেছে ডকে। জলযন্ত্রণার সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রথম লাগাম ধরেন কলকাতার তৎকালীন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী সুষ্ঠু পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত হয় জল নিকাশির হরেক ব্যবস্থা। মজে যাওয়া খাল-বিল সংস্কারের মাধ্যমে কলকাতার খোলনলচে পুরো পাল্টে ফেলা হয়। তারপর থেকে কলকাতার জল-বিভীষিকা অনেকটাই কমেছে। যদিও কেন্দ্রের দানবিক বিজেপি সরকারের চূড়ান্ত অসহযোগিতায় গঙ্গায় ড্রেজিং ব্যবস্থার অপ্রতুলতায় এখনও শহর তথা রাজ্যের নানা জায়গায় জল জমার কিছু সমস্যা থেকে গিয়েছে। নামে নমামি গঙ্গে আর কাজে নর্দমার নরক, এই হল মোদি-শাহের নেতৃত্বে চলা বিজেপির দ্বিচারিতা।

তবে বাম আমলে সামান্য মিলিমিটার বৃষ্টিতে যেখানে সাত-আটদিন জল দাঁড়িয়ে থাকত সেইসব জায়গায় আজ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জল নেমে যাচ্ছে। এটাই হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মতৎপরতা।

বাম জমানার এক 'চাকরিখেকো' মেয়র নিকাশি থেকে শহরের পরিকাঠামো এবং উন্নয়ন নিয়ে মিটিংয়ে ঘুমে ঢুলতেন। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কলকাতার মেয়র জমা জলে নেমে নিজের হাতে জল নিকাশির কাজে হাত লাগান। ক্যাপ্টেন যেখানে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেখানে টিম কলকাতা কর্পোরেশন-এর আকাশ-ভাঙা মেঘ থেকে উদ্ভূত ৩০০ মিলিমিটারের ওপর বৃষ্টির জলের কালাপাহাড় নামাতে পারা কী চাট্টিখানি কথা নাকি? সেই অসাধ্যসাধন করে দেখিয়েছে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন।

বাম জমানায় যার দুর্নাম ছিল 'চোরপোরেশন' বলে সেই কেএমসি আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্ব এবং ফিরহাদ হাকিমের মতো দক্ষ মহানাগরিকের জাদুকাঠির স্পর্শে আজ কর্ম-পোরেশন-য়ে রূপান্তরিত হয়েছে! এরকম নাগরিক পরিষেবা কোনওদিন কলকাতার মানুষ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি! যে গোদি মিডিয়া (মোদি মিডিয়া বলাই শ্রেয়) রাতদিন পান থেকে চুন খসলে কলকাতার পুর-পরিষেবা নিয়ে গেল-গেল রব তোলে তারা কিন্তু একটা লাইনও লেখে না বা দেখায় না মারণরোগ ডেঙ্গি-মোকাবিলায় কলকাতা এবং রাজ্যের প্রায় একশো শতাংশ সাফল্যের কথা। জঞ্জাল নিষ্কাশনে পুরসভার আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তার সঠিক ব্যবহারে কলকাতা শহরের মানোন্নয়ন নিয়ে এই বাঙালি-বিরোধী গণমাধ্যমগুলোর কোনও ভূমিকা থাকে না। তারা খালি কলকাতা মহানগরির ন্যূনতম খুঁত বের করে বাংলার মান-সম্মান বেআব্রু করতে ব্যস্ত। মুম্বই, আহমদাবাদ, সুরাটের সামান্য বৃষ্টিতে দিনের পর দিন জলে ডুবে থাকা তাদের নজর এড়িয়ে যায়। বাঙালি নির্যাতন, পরিযায়ী বাঙালি খুন তাদের কাছে ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। হাউজ পলিসির নামে এতটাই বাংলা বিদ্বেষী তারা!

কোন্নগরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বস্ত্র বিতরণে বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক

বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানাবেন অভিষেক

প্রতিবেদন : আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটায় বিদ্যাসাগর কলেজে যাবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবেন তিনি। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল বিজেপি অমিত শাহের র‍্যালির সময়ে।

সাংগঠনিক তালিকা

প্রতিবেদন : দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনক্রমে বৃহস্পতিবার একাধিক সাংগঠনিক জেলার ব্লক, টাউন, আইএনটিটিইউসি, মহিলা, ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন, মাদার-এর সভাপতিদের নয়া তালিকা প্রকাশ করল তৃণমূল। এছাড়াও জেলা কমিটির নামের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় তালিকা প্রকাশ করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর (ঘাটাল), উত্তর ২৪ পরগনা (দমদম-বারাকপুর, বারাসত, বনগাঁ), মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান-এর সাংগঠনিক তালিকা প্রকাশিত হয়।

ভাঙা হল ৩ কমিটি

প্রতিবেদন : ঢেলে সাজা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক সংগঠন। বৃহস্পতিবার দলের তরফে জানানো হয়েছে ওয়েবকুপা, ডব্লুবিপিটিএ ও ডব্লুবিএসটিএ সংগঠনের রাজ্য ও জেলা কমিটিগুলিকে ভেঙে দেওয়া হল। পুজোর পর রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের নাম নাম ঘোষণা করা হবে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

বৈঠকে অভিষেক

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার দুপুরে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে আসেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়। বৈঠক শেষে শোভন জানিয়েছেন, আমি দলের হয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

জাগোবাংলার স্টল

সংবাদদাতা, বনগাঁ : পুজোয় জাগোবাংলার স্টল। আইএনটিটিইউসি, মাদার ও বনগাঁ পুরসভা উদ্যোগে জেলা জুড়ে ১০-১৫টি জাগোবাংলার স্টল হবে। বনগাঁ শহরেই হবে ৫টি স্টল। তারই প্রস্তুতি উপলক্ষে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আইএনটিটিইউসির মুখ্য কার্যালয়ে জাগোবাংলা স্টল উদ্বোধন নিয়ে আলোচনা সভা হল। উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নারায়ণ ঘোষ, সংগঠনের সকল টাউন ও ব্লকের সভাপতিরা এবং আইএনটিটিইউসির জেলা কমিটি এবং পেট্রাপোল কোর কমিটি সকল সদস্যরা। এদিন শ্রমিকদের পুজোর বোনাসও দেওয়া হল।

দুর্যোগ শেষ হলেও চলবে নবান্ন-পুরসভার নজরদারি

প্রতিবেদন : উৎসবের মরশুমেও রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের ওপর টানা নজরদারি চালাবে রাজ্য সরকার। পুজোর দিনগুলিতে নবান্নের কন্ট্রোলরুমে থাকবে ২৪ ঘণ্টার তৎপরতা। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের নির্দেশে সচিব পদমর্যাদার এক আধিকারিকের নেতৃত্বে মনিটরিং টিম প্রতিদিন বিকেল তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দুই শিফটে কাজ করছে। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ থেকে আইনশৃঙ্খলা— সব ক্ষেত্রেই ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হচ্ছে। মনিটরিং টিমের রিপোর্ট সরাসরি যাচ্ছে দফতরের প্রধান সচিব, মুখ্যসচিব এবং সংশ্লিষ্ট পুরসভা ও পুলিশের কাছে। সামগ্রিকভাবে পুরো ব্যবস্থার দায়িত্বে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব। দফতরের বার্তা, পুজোর সময়ে যাতে সাধারণ মানুষ কোনও অসুবিধায় না পড়েন, তার জন্য নজরদারি জোরদার থাকবে।

বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সংকট আপাতত কাটলেও কন্ট্রোলরুম ছট পুজো পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। অন্য দফতরে ছুটির আবহ থাকলেও এখানে পূর্ণ কর্মতৎপরতা বজায় রাখা হবে। এর আগে থেকেই বর্ষার মরশুমে নজরদারি চালানো হচ্ছিল, তবে উৎসবের দিনগুলিতে তৎপরতা আরও বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবারের দুর্যোগের পর কন্ট্রোলরুমে জমা হওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বিকেল পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে কলকাতাতেই মৃত্যু হয়েছে আটজনের। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের এবং উত্তর ২৪ পরগনার শাসনে মৃত্যু হয়েছে একজনের। ওই সময় পর্যন্ত কন্ট্রোলরুমে তিনশোরও বেশি ফোন এসেছে। অভিযোগ ও অনুরোধের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের তরফে সাহায্যের জন্য পদক্ষেপ করা হয়েছে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। এর ফলে পুজোর সময়ে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনের দাবি, মঙ্গলবারের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার মতো প্রস্তুতি আগেই রাখা হয়েছে। কলকাতা পুরসভা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের যৌথ পদক্ষেপে অধিকাংশ জায়গায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখেই এবারও সক্রিয় থাকছে রাজ্য সরকার।

নিরাপত্তায় পথে নামছে 'টিম এবি'

সংবাদদাতা, হাওড়া : উৎসবের মরসুমে মানুষের নিরাপত্তায় আরও তৎপর ডোমজুড় কেন্দ্র যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। 'টিম এবি' হিসেবে রাস্তায় নামছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার ডোমজুড়ে এই কর্মসূচির ঘোষণা করলেন স্থানীয় বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, ডোমজুড় কেন্দ্র যুব তৃণমূলের সভাপতি নুরাজ মোল্লা, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি তাপস মাইতি সহ আরও অনেকে। ডোমজুড় বিধানসভার ১৫টি অঞ্চল থেকে ৪ জন করে যুব তৃণমূলের কর্মীদের নিয়ে ৬০ জনের একটি স্বেচ্ছাসেবকদের দল তৈরি করা হয়েছে। এই দলটি বিভিন্ন মণ্ডপ চত্বরে ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়গুলিতে হাজির থাকবেন। পঞ্চমী থেকে শুরু হবে কাজ। প্রতিটি পুজোমণ্ডপে এই টিমের সদস্যদের নাম ও ফোন নাম্বার টাঙানো থাকবে। কেউ কোনও সমস্যায় পড়লে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে 'টিম-এবি'র সদস্যরা তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, সমস্ত উৎসবেই ডোমজুড়ে যুব তৃণমূলের কর্মীরা টিম-এবি হিসেবে মানুষের পাশে সবসময় থাকেন। এবারও তেমনটাই তাঁরা থাকবেন।

■ 'টিম-এবি'র উদ্বোধনে বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, কৈলাস মিশ্র, নুরাজ মোল্লা, তাপস মাইতি-সহ অন্যরা।

■ হাওড়ার বেলগাছিয়া ছাত্র মিলন সংঘের পুজো উদ্বোধনে মন্ত্রী তথা হাওড়া (সদর) তৃণমূলের চেয়ারম্যান অরূপ রায়। রয়েছেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দেবাংশু দাস, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ও পুজো কমিটির অন্যতম কর্তা ভাস্কর ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে।

ধৃত প্রতারক

সংবাদদাতা, বসিরহাট: চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেফতার এক যুবক। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানা এলাকায়। ধৃতের নাম উত্তম বিশ্বাস (৩৫)। পুলিশ সূত্রে খবর, চাকরি দেওয়ার নাম করে এক গৃহবধূর থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেয় অভিযুক্ত। এমনকী তাঁকে লাগাতার ধর্ষণ করার অভিযোগও উঠেছে যুবকের বিরুদ্ধে।

■ দৃষ্টিহীনেরা এবার নিজেরাই অনুভব করবেন পুজোর থিম কী। রামমোহন সম্মিলনীতে বৃহস্পতিবার দৃষ্টিহীনদের জন্য বসল ব্রেল থিম বোর্ড। উদ্বোধন করলেন দৃষ্টিহীনেরাই। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। এই উদ্যোগে শামিল হয় রোটারি, এনআইপি, সাইনি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। দৃষ্টিহীন ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্নদের জন্য এই পরিকল্পনা ও উদ্যোগে শামিল হয়েছে রামমোহন সম্মিলনীও।

■ জয়নগর ২ নং ব্লকের চুপড়িঝাড়া পঞ্চায়েতের বাণীরধল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পুজো ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল, বিডিও মনোজিৎ বসু, ডিএসপি মোহিত মোল্লা, আইসি ফারুক রহমান, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক প্রমুখ। বৃহস্পতিবার।

৪-এর পল্লির মণ্ডপে দ্রাবিড় উৎকল ও বঙ্গের লোকশিল্প

প্রতিবেদন : ভারত শিল্প-সংস্কৃতির দেশ। সারা দেশে লোকশিল্পের বিপুল ভাণ্ডার। লোকসংস্কৃতির সম্ভারে ভারত এই সমগ্র পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয়। এর মধ্যে যুগের পর যুগ ধরে বাংলা, ওড়িশা ও গোটা দক্ষিণ ভারতের লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্প বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এই তিনটি অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে একসঙ্গে তুলে ধরাই পাইকপাড়ার চারের পল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসবের এবারের ভাবনা। প্ল্যাটিনাম জুবিলির বছরে তাঁদের থিম জাতীয় সঙ্গীতের লাইন 'দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ'। বুধবার পুজোর উদ্বোধনে ছিলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বসু, টেনিস সচিব সিদ্ধার্থ বসু। এছাড়াও ছিলেন শ্রেয়া পাণ্ডে ও প্রিয়দর্শিনী ঘোষ। পুজো কমিটির তরফে সদস্য শেখর সাহা বলেন, বাংলার সাধের দুর্গোৎসবে বাংলা, ওড়িশা ও দক্ষিণের লোকছড়া ও লোকপরম্পরার গায়ে যেন মরচে পড়েছে। তথাকথিত শিল্পের ভারী কচকচানি সরিয়ে বাংলার উৎসবকে আবার লোকসংস্কৃতির রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা, দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ। ৭৫ তম বর্ষে শিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় প্রতিমাতেও রয়েছে লোকশিল্পের ছোঁয়া।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দত্তপুকুরে পুজো অনুদানের চেক বিলি করছেন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমবায় ভোটে তৃণমূলের বিপুল জয়

সংবাদদাতা, হুগলি : পুজোর মুখে ফের তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে খুশির হাওয়া। হুগলির মগরার পাটনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে মোট ৪২টি আসনের সব ক'টিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। কয়েক মাস আগে মহানাদ অঞ্চলের মেঘসার সমবায় নির্বাচনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছিল তৃণমূল। এবার পাটনা সমবায়েও সেই সাফল্য ধরে রাখল তৃণমূল। এই জয় নিয়ে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি দেবব্রত দাস বলেন, মানুষ আমাদের উপর ভরসা করেছে বলেই আমরা এত বড় এই জয় পেয়েছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গ্রামাঞ্চলে যেভাবে উন্নয়ন করেছে, কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে সেটাই আমাদের শক্তি। মানুষের এই আস্থা আমাদের বজায় রাখতে হবে।

জয়ের শংসাপত্র হাতে তৃণমূল প্রার্থীরা।

ত্রিপুরায় ফেল-করা বিজেপির বিপ্লব বাংলায়, তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : যে নেতা নিজের রাজ্য ত্রিপুরায় ডাহা ফেল করেছে, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অপদার্থতার এমন পরিচয় দিয়েছে যে, বিজেপিই তাকে মাঝপথে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। এহেন বিপ্লব দেবকে ২০২৬-এর বাংলার বিধানসভার নির্বাচনের জন্য কো-ইনচার্জ করেছে বিজেপি। কারণ, তাদের মনে হয়েছে ত্রিপুরায় ফেল-করা বিপ্লব বাংলায় বিরাট বিপ্লব ঘটাবে। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিজেপির সাংগঠনিক কঙ্কালসার চেহারাটা। এ-বিষয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্যে যাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উপযুক্ত মনে না করে মাঝপথে সরিয়ে দেয় বিজেপি, তাকে দিয়েছে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব সামলাতে! মনে রাখতে হবে, ত্রিপুরায় বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কী পরিমাণ সন্ত্রাস হয়েছে সেখানে। তৃণমূলেরকর্মীদেরও ব্যাপক মারধর করা হয়েছে। প্রতিবাদ করতে গেলে মামলা দিয়ে দেওয়া, বাড়ি ভাঙচুর করা আরও নানা অত্যাচার করা হয়েছে। ফ্যাসিস্ট চেহারা দেখিয়েছে বিপ্লব দেবের সরকার। সেখানে ওদের দলের মধ্যেই চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। একটা অংশ তো বিপ্লব দেবকে মানলই না! অন্য রাজ্য থেকে যাকে সরানো হয়েছে, তাকে দায়িত্ব দিয়েছে বিজেপি। এই তো ওদের সাংগঠনিক চেহারা! বাংলার মানুষ বিজেপিকে বান্ডিল করে এক্সপোর্ট করে দেবে।

পুজো মণ্ডপে আগুন

প্রতিবেদন : চেতলা অগ্রণীর পুজো মণ্ডপে আগুন। বৃহস্পতিবার আগুনের খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। আগুনের কারণে এদিন বন্ধ করে দেওয়া হয় সাধারণের মণ্ডপে প্রবেশ। কী কারণে আগুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। দমকলের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান শর্ট-সার্কিটের ফলে আগুন। আসল কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণে ২৫ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বন্ধ রাখা হচ্ছে পুজো মণ্ডপ।

গেস্ট হাউসে অগ্নিকাণ্ড

প্রতিবেদন : চতুর্থীর দিন দুপুর ১টা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার আনোয়ার শাহ রোডের একটি বহুতলের চারতলায় আগুন লাগে। নবীনা সিনেমা হলের পাশে ওই গেস্ট হাউসে ভয়াবহ আগুনের ফলে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বহুতলের একটি রেস্তোরাঁ। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। তবে ঠিক কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ভিতরে কেউ আটকে আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, এসি থেকে আগুন লেগেছে। এই বহুতলে কয়েকটি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দমকল জানিয়েছে, প্রায় ৪০ মিনিট পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

নবমী-দশমীতে বৃষ্টির আশঙ্কা

প্রতিবেদন : বাড়ছে মেঘের ওজন, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। আর সেই পূর্বাভাস সত্যি করে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত পরিণত হয়েছে নিম্নচাপে। বৃহস্পতিবার তৃতীয়ার সন্ধ্যায় কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় ঝেঁপে বৃষ্টি নিম্নচাপের সংকেত দিয়ে গেল। শুক্রবার, চতুর্থী থেকে বৃষ্টি বাড়বে। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম-সহ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় জারি কমলা সতর্কতা। বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের জন্য। তবে উত্তরের জেলায় জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার ছাড়া আর কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

আবহাওয়াবিদ হাবিবুর রহমান জানান, মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। শুক্রবার দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রের উপকূলের কাছে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। শনিবার সকালে এটি স্থলভাগে প্রবেশ করবে। পুজোতে মোটের উপর হালকা-মাঝারি বৃষ্টি হলেও নবমীর রাত থেকে দশমীতে ভারী বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। অর্থাৎ নতুন জামা-কাপড়ের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে ছাতা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদেরা। পঞ্চমীতে ভারী বৃষ্টির পর ষষ্ঠী থেকে নবমীর সকাল পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি হবে খানিকক্ষণের জন্য। অষ্টমীতে বঙ্গোপসাগরে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার আশঙ্কা। তাই নবমীর রাত থেকে দশমীতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কার কথা নাজিয়েছে হাওয়া দফতর। সঙ্গে থাকবে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। কোথাও কোথাও বজ্রপাতের আশঙ্কা। কলকাতায় কয়েক পশলা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে। তবে পুজো জুড়েই থাকবে মেঘলা আকাশ।

যাদবপুরে পূর্বাঞ্চল শক্তি সংঘের পুজোর উদ্বোধনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে জাগোবাংলা স্টলেরও সূচনা করলেন মেয়র। ছিলেন সাংসদ সায়নী ঘোষ, বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, দলের মুখপাত্র ও পুরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী, অরিজিৎ দাস ঠাকুর, লিপিকা মান্না প্রমুখ।

হাওড়ার সাঁকরাইল বিধানসভা কেন্দ্রের বাণীপুর নাগরিক সমিতির ৫০তম বর্ষের দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী পুলক রায়।

কৈলাসে যাবেন উমা, রুপোর ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা সাফাই

সৌমেন মল্লিক • বারুইপুর

ব্রিটিশ শাসক লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় থেকে শুরু হয়েছিল জমিদারির পত্তন। কিন্তু সময়ের কালে সেই জমিদারি আজ আর নেই। তবে রীতি রেওয়াজ থেকে গেছে ষোল আনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির দুর্গা পুজোয় আগের মত জৌলুস না থাকলেও জাঁকজমক রয়েছে খানিকটা একই রকম। সরকারিভাবে নীলকণ্ঠ পাখি ধরা ও দুর্গা ঠাকুর বিসর্জনের পর তা উড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, এটাই প্রধান বিশেষত্ব এই বনেদি বাড়ির পুজোর। আজও বিসর্জনের পর বারুইপুরের আদি গঙ্গার সদাব্রত ঘাট থেকে নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে আসছেন বারুইপুরের এই আদি জমিদার রায়চৌধুরীরা। তবে গতবছর পাখি পাওয়া যায়নি বলে ওড়ানো হয়নি। কিন্তু এবার পাখি পাওয়া গেলে সেই পুরানো রীতি মেনেই ওড়ানো হবে নীলকণ্ঠকে, দাবি রায়চৌধুরীদের। এছাড়াও মহালয়ার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকেই শুরু হয়ে যায় দেবীর আরাধনা। এখনও সপ্তমী ও অষ্টমীতে পাঁঠাবলি হয়। নবমীতে হয় আঁখ ও চাল কুমড়ো বলি। ১৯৫৪ সালে সরকার জমিদারি নিয়ে নিলেও এখনও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর এলাকায় জমিদার বাড়ির পুজো বলতে এই রায়চৌধুরী বাড়ির পুজোকেই জানেন সকলে। পুজোর ক'টা দিন সমস্ত আত্মীয়স্বজনেরা আসেন জমিদার বাড়িতে। রায়চৌধুরীদের বাড়ির ঠাকুর প্রথম বিসর্জন দেওয়া হলে, তারপর একের পর এক প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। রুপোর পাখা দিয়ে দুর্গাকে হাওয়া দিতে দিতে এবং রুপোর ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করতে করতে বিসর্জন দিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাওড়ার দুইল্যায় আমরা সবাই ক্লাবের দুর্গাপুজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী, কল্যাণ ঘোষ, প্রিয়া পাল ও পুজো কমিটির সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ-সহ অন্যরা।

কুম্ভীরা ফাঁড়ির পুলিশের তৎপরতায় বৈষ্ণবনগরে ধরা পড়ল বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ-সহ এক পাচারকারী। ধৃতের সঙ্গে পাচারকারীর যোগ আছে কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ

মোবাইল চোরকে ধরতেই গণপ্রহার

কর্নাটকে খুন বাংলার শ্রমিক

সংবাদদাতা, মালদহ : ভিনরাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার চলছেই। দিন দিন মাত্রা ছাড়াচ্ছে অত্যাচার। কনার্টকের মহীশূরের ঘটনা তারই প্রমাণ। নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করা হল মালদহের শ্রমিক খাইরুল জামালকে (৫৪)। মালদহের দিলালপুরের খাইরুল কাজের সন্ধানে গিয়েছিলেন মহীশূরে। কিন্তু কাজ নয়, সেখান থেকে এল তাঁর নিথর দেহ ফেরার খবর। নিহত শ্রমিকের পরিবারের অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী তাঁকে বেধড়ক পিটিয়ে হত্যা করে। বৃহস্পতিবার সকালেই কনার্টক থেকে এই মর্মান্তিক খবরে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা দিলালপুরে। কান্নায় ভেঙে পড়েন খাইরুলের স্ত্রী ও দুই মেয়ে। বড় মেয়ের বিয়ে হলেও ছোট মেয়ে এখনও পড়াশোনা করছে। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে নিদারুণ অনিশ্চয়তায় ভুগছে পরিবারটি। বৃহস্পতিবার মৃত শ্রমিকের বাড়িতে পৌঁছে যান মালদহ জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার ও অন্যান্য নেতৃত্ব। তাঁরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। সংগঠনের অভিযোগ, ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাংলার শ্রমিকরা বারবার এমন হামলার শিকার হচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া, যাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। খাইরুলের দেহ কখন দেশে আনা হবে, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই ঘটনায় মালদহ জেলা জুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের ওপর বারবার এই ধরনের নৃশংস আক্রমণ বাংলার শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ মৃত শ্রমিকের বাড়িতে পৌঁছে যান জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার ও সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব। তাঁরা শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। অভিযোগ, ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা বারবার এমন হামলার শিকার হচ্ছেন।

পরিবারের পাশে থাকার কথা দেন জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার।

এসআইআর-এর প্রতিবাদে পথে নামল তৃণমূল

ব্যানার হাতে মিছিলে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

সংবাদদাতা, মালদহ : এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদের সুর চড়াল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার কালিয়াচক-২ নং ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়। মোথাবাড়ি বাজার এলাকা থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন মোথাবাড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। কালিয়াচক-২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি হাসিমুদ্দিন আহমেদ, ব্লক যুব সভাপতি তহিদুর রহমান, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ সেখ-সহ তৃণমূলের অন্য নেতা-কর্মীরা। মিছিল চলাকালীন তৃণমূল নেতৃত্ব এসআইআর-কে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এনআরসি-র ঘুরপথে প্রয়োগ বলে আক্রমণ শানান। তাঁরা অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কালিয়াচক ২নং ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, বাংলায় এনআরসি কিংবা তার ছায়ামাত্রও কার্যকর করতে দেওয়া হবে না। কর্মসূচির শেষে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল মোথাবাড়িতে ইআরও-র দফতরে গিয়ে এসআইআর বাতিলের দাবিতে ডেপুটেশন জমা দেন। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, মানুষের অধিকার রক্ষায় তৃণমূল রাস্তায় নামতে দ্বিধা করবে না। প্রতিবাদ-কর্মসূচিকে ঘিরে মোথাবাড়ি এলাকায় ব্যাপক জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়।

মালদহের গাজোলের ব্ল্যাক ডায়মন্ড ক্লাবের দুর্গোৎসব কমিটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সায়নী ঘোষ। ছিলেন মালদহ জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, রাজকুমার সরকার, মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই ক্লাবের এবারের থিম 'শিক্ষাই শক্তি'।

ব্যবসায়ীকে কোপ গ্রেফতার যুবক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ব্যবসায়ী ছাঁটাই করেছিল কর্মীকে। প্রতিশোধে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটল জলপাইগুড়িতে। মালিক পিন্টু দেবনাথ-কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাল ছাঁটাই হওয়া কর্মী প্রসূন দাস। বৃহস্পতিবার ভোরে পিন্টু দেবনাথ নিজের বাড়ির পাশেই ছিলেন। সেই সময় হঠাৎই প্রাক্তন কর্মী প্রসূন দাস তাঁকে আক্রমণ করে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তাঁর হাত গুরুতরভাবে জখম হয়, প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। আশপাশের মানুষজন তাঁকে দ্রুত জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে শিলিগুড়ি নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কয়েকদিন আগে পিন্টু দেবনাথ তাঁর তামাক ও খড়ি ব্যবসার কাজ থেকে প্রসূন দাসকে ছাঁটাই করেছিলেন। সেই রাগেই এই ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান।

উত্তরের পুজো উদ্বোধন

কোচবিহারের বড়দেবী মন্দিরে পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন জেলাশাসক ও দেবত্তর ট্রাস্টের সভাপতি অরবিন্দকুমার মিনা, এসপি দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

রায়গঞ্জের উত্তর কলেজপাড়া দুর্গোৎসব উদ্বোধনে জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মীনা, এসপি মোহাম্মদ সানা আক্তার, মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, সন্দীপ বিশ্বাস, অরিন্দম সরকার প্রমুখ।

হেমতাবাদে বাঙ্গালবাড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় দুর্গোৎসব উপলক্ষে বস্ত্রবিতরণ কর্মসূচি হল। ছিলেন হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আশরাফুল আলি, বাঙ্গালবাড়ি অঞ্চল সভাপতি নুর কালাম-সহ নেতৃত্ব।

নেই জমিদার, গ্রামবাসীরাই করেন বাহিন বাড়ির পুজো

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

উত্তর দিনাজপুরে ঐতিহ্যবাহী বাহিন জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো এখন সার্বজনীন দুর্গোৎসব। ব্রিটিশ শাসনকালের জমিদাররা আর নেই। তৎকালীন জমিদারদের সেই বাড়িটিও ভগ্নদশায় পড়ে রয়েছে। অট্টালিকায় জমেছে আগাছা। জমিদারের বর্তমান উত্তরসূরীরা আর আসেন না এখানে। আর তাই এখন এলাকার জমিদারের পুজোকে ধরে রেখেছেন রায়গঞ্জের বাহিন গ্রামের সাধারণ মানুষ। একসময় এই বাড়ির জৌলুশ আজও কোথাও যেনো ধরা দেয় ভগ্ন এই ইটগুলোর মাঝে। বেশ কয়েকবার এই বাড়িটির সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কালের নিয়মে ধীরে ধীরে জমিদারবাড়ির এখন কঙ্কালসার চেহারা। অবিভক্ত বাংলাদেশের দিনাজপুরের জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র

রায়চৌধুরীর আমলে শুরু হয়েছিল এই পুজো। তার জমিদারি ছিল বাহিন, কুমারজল, মাকড়া, মধুপুর, লহুজগ্রাম বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে। নাগর নদীর ধার ঘেঁষে ছিল জমিদারের অট্টালিকা। এলাকার প্রজাদের সাতদিন ধরে ভুড়িভোজ আর আমোদপ্রমোদের আয়োজন হত। সেসময় বাহিন জমিদারবাড়ির দুর্গোৎসবে বসত যাত্রাপালার আসর, থিয়েটার, সার্কাস ও বিশাল মেলা। কিন্তু জমিদারবাড়ির পুজো তার সমস্ত জাঁকজমক হারিয়েছে। বাহিন জমিদারবাড়ির পুজো এখন সার্বজনীন। তবে ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রেখে দশমীতে মেলার আয়োজন করছেন আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান এই পুজো পুরনো রীতি মেনে নিষ্ঠার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সকলের আর্থিক সহযোগিতায় জমিদারদের আমল শুরু হওয়া পুজো টিকিয়ে রেখেছেন গ্রামবাসীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
26 September, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ঝাড়গ্রামে হোম স্টে, রিসর্ট, হোটেলগুলিতে এবার গড়ে তোলা হবে আনাজের বাগান

প্রতিবেদন : এবার ঝাড়গ্রাম পর্যটনেও অরগ্যানিক আনাজ ও ফল উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হল। এর আগে পাহাড়ি এলাকার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। বুধবার ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের কার্যালয়ে বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে জেলা পর্যটন দফতরের সঙ্গে উদ্যান পালন দফতরকেও যুক্ত করা হয়। এর ফলে জেলার পর্যটনে শ্রীবৃদ্ধি হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, স্কুলের কিচেন গার্ডেনের মডেলে উদ্যান পালন দফতরের সহযোগিতায় জেলার হোম স্টে, রিসর্ট, হোটেলগুলিতে আনাজের বাগান তৈরি করা হবে। আর তাতে রাসায়নিক সারমুক্ত আনাজ খেতে পাবেন পর্যটকেরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল,অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসক। সভাধিপতি বলেন, 'এখন চারিদিকে শুধু ফ্ল্যাট কালচারের চল। তাই শহর থেকে পর্যটকেরা এখানে মাটির স্বাদ নিতে আসেন। রাসায়নিক সারমুক্ত আনাজপাতি, গাছের ফল হোম স্টেগুলির বাগানেই ফলানো হবে। সেজন্যই বিশ্ব পর্যটন দিবসে উদ্যান পালন দফতররকে পর্যটন দফতরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল বলেন, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতেই পর্যটকেরা আসেন। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন কংক্রিটের জঙ্গল না হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হোম স্টে, হোটেল, রিসর্টের মালিকদের হাতে উদ্যান পালন দফতরের উদ্যোগে চারাগাছ আর লঙ্কা, বেগুন, শিম, বরবটি, ঝিঙে ইত্যাদি বিভিন্ন আনাজের বীজ তুলে দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠন সম্পাদক শিবাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, পর্যটকদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে প্রশাসনের এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। এতে জেলায় পর্যটন ব্যবসার আরও প্রসার ঘটবে।'

সূচনায় সাংসদ, বিধায়ক

■ বোলপুর দুর্গামাতা ক্লাবের পুজো উদ্বোধনে বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি ও সাংসদ শতাব্দী রায়।

ইন্দ্রজিতের রত্নদুর্গা

প্রতিবেদন : প্রায় দু'মাস ধরে নিজের সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে প্রায় সাড়ে ৫ কেজি মুক্তো এবং ৮৬ কেজি সামুদ্রিক উপকরণ দিয়ে সাড়ে ৯ ফুট উচ্চতার ও ৮ ফুট চওড়া দুর্গামূর্তি গড়ে তুলেছেন হাবড়া বাণীপুরের নামী প্রতিমাশিল্পী ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার। তাঁর গড়া এই মূর্তি এবার বিরাটি ইয়ং রিগ্রেশন ক্লাবের দৃষ্টিনন্দন মণ্ডপে শোভা পাবে। এর আগে নানাবিধ উপাদানে দুর্গাপ্রতিমা গড়ে সাড়া ফেলে দেন শিল্পী। এবারের প্রতিমার মূর্তি এবং মুখ গড়া হয়েছে হায়দরাবাদি মুক্তো দিয়ে। এর আগেও নানাবিধ মণিমুক্তো ছাড়াও সামুদ্রিক ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ, পাথর, প্রবাল ইত্যাদি সামগ্রী দিয়ে কলকাতা থেকে শহরতলির বিভিন্ন পুজোর প্রতিমা গড়ে নজর কেড়ে নেন ইন্দ্রজিৎ। এবার তাঁর এই মূর্তির উপকরণ আন্দামানের অন্দ্রাণী শঙ্খ, চেন্নাইয়ের মালা ও ভান্তি মুগা, ওড়িশার তালাইমুনি সিলভার ও গ্রে কালারের শামুক, লাল শঙ্খ ছাড়াও সাউথ কোরিয়ার ঝিনুক ইত্যাদি। মূর্তি গড়ার এই সব উপাদান তিনি দেশবিদেশ থেকে আনিয়ে প্রতিমা গড়েছেন।

ইন্দ্রনীলের বোতল-দুর্গা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: ব্যতিক্রমী শিল্পী হিসেবে বাঁকুড়ার জুনবেদিয়ার বাসিন্দা ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় পুজো এলেই নতুন কিছু সৃস্টিতে মত্ত হয়ে পড়েন। সরষে আর গমের উপর সপরিবার দেবী দুর্গার পর এবার তাঁর হাতে তৈরি হল বোতলবন্দি দুর্গা। একটি খালি বোতলের ভিতরে বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন নৌকার উপর দণ্ডায়মান দেবী দুর্গা-সহ চার সন্তানকে। ইন্দ্রনীল বলেন, ছোট থেকে ছবি আঁকতে ভালবাসি, আঁকিও। ব্যতিক্রমী কিছু করার ভাবনা থেকেই এই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। প্রায় এক মাসের চেষ্টায় শুধুমাত্র একটি তার ব্যবহার করে বোতলের ভিতর মাটির দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করে তিনি চমৎকৃত করেছেন সবাইকে।

কেশপুরে তৃণমূলের কাণ্ডারি প্রদ্যুৎই

সংবাদদাতা, কেশপুর : বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে দলে সাংগঠনিক রদবদল শুরু হয়েছে তৃণমূলে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার ব্লক সভাপতি-সহ শাখা সংগঠনের পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। শারদীয়ার প্রাক্কালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দুটি সাংগঠনিক জেলা মেদিনীপুর ও ঘাটালের ব্লক সভাপতি-সহ পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করল রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। কেশপুরের সেনাপতি হিসেবে ফের প্রদ্যুৎ পাঁজার উপরেই ভরসা রাখল দল। ব্লক সভাপতির নাম ঘোষণার পর কেশপুর ব্লক পার্টি অফিসে তৃণমূল কর্মীরা মালা পরিয়ে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে ব্লক সভাপতিকে স্বাগত জানান। প্রদ্যুৎ বলেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কেশপুরে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ে সর্বোচ্চ ভোটে দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর শপথ নিলাম।

■ দলীয় কার্যালয়ে প্রদ্যুৎ পাঁজার সংবর্ধনা।

গান্ধীজয়ন্তী উপলক্ষে সপ্তাহভর স্বচ্ছ ভারত অভিযান পুরসভার

সংবাদদাতা, নদিয়া: আসন্ন গান্ধীজয়ন্তী উপলক্ষে সারাদেশে পালিত হবে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এই উপলক্ষে শান্তিপুর পুরসভার পক্ষেও বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে শান্তিপুর পুরসভা থেকে মতিগঞ্জ বিসর্জন ঘাট পর্যন্ত বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা হয়। র‍্যালির পর পুর এলাকার বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে পুরপ্রধান সুব্রত ঘোষ নিজে কোদাল হাতে জঞ্জাল পরিষ্কার করার কাজে নেমে পড়েন। এরপর তিনি বিসর্জন ঘাটের জলে জমে থাকা নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করেন। শেষে তাঁকে রাস্তা ঝাড় দিতেও সাফাই টিমের সঙ্গে দেখা যায়। এই উদ্যোগে সঙ্গে ছিলেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভজিৎ দে এবং পুরসভার নির্মলকর্মী মহিলারা।

■ সাফাই অভিযানে শান্তিপুরের পুরপ্রধান।

জমিকাণ্ডের আরেক চক্রী ধৃত বাঁকুড়ায়

ঝাড়গ্রাম

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সাঁকরাইল ব্লকের বাকড়ায় কয়েকশো একর জমি বেহাত কাণ্ডে পুলিশের তদন্তে বড় সাফল্য মিলল। ধরা পড়ল ঘটনার মূল চক্রী দলিল লেখক কেশিয়াড়ি ব্লকের ছেবদা গ্রামের সঞ্জয় দাস। মঙ্গলবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম পুলিশের একটি বিশেষ দল বাঁকুড়ার ডাবরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে স্থানীয় এক মন্দির থেকে তাকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, গ্রেফতার এড়াতেই সে ওই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রসঙ্গত, বাকড়া এলাকায় প্রায় ১২৫টি পরিবারের ৪০০ একর জমি জালিয়াতির মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। জীবিত মানুষকে 'মৃত' দেখিয়ে ভুয়ো নথি তৈরি করে সেই জমি রেজিস্ট্রি করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে শুকরঞ্জন মাহাত, পরে গ্রেফতার হল সঞ্জয়।

ঝাড়গ্রামে ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

■ সাঁকরাইলে বিধায়ক, এএসপি প্রমুখ।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জেলার বিভিন্ন ব্লকের দুর্গাপুজোর বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাঁকরাইল ব্লকের রোহিণী পুরাতন বাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি। এ বছর এদের ৫১তম বর্ষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সৈয়দ মোহম্মদ মামদুল্লা হাসান, বিডিও রোহন ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দোলাই, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ বিরবাহা সরেন টুডু, জেলার আরটিএ বোর্ডের সদস্য অনুপ মাহাত, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাত, বিশিষ্ট সমাজসেবী রবীন টুডু-সহ অন্য বিশিষ্টজনেরা।

ফুলিয়ায় দুর্ঘটনার প্রবণতা কমাতে পুলিশের উদ্যোগ, পর্যবেক্ষণে এসপি

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ার ১২ নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের পর থেকেই ফুলিয়া পাড়া এলাকায় বেড়েছে পথ দুর্ঘটনার প্রবণতা। মৃত্যুও ঘটেছে। কয়েকদিন আগেও ফুলিয়াপাড়া এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার ফুলিয়াপাড়ার দুর্ঘটনাপ্রবণ জোনটি ঘুরে দেখেন রানাঘাট জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৌর্য। ছিলেন এসডিপিও সবিতা গাটোয়াল, ট্রাফিক ডিএসপি সঞ্জয় কুমার, শান্তিপুরের ট্রাফিক ওসি দীপক সিকদার-সহ শান্তিপুর থানার পুলিশ আধিকারিক জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কর্তারা। ফুলিয়াপাড়া এলাকা দিয়ে যানবাহন পারাপারের বিষয়টি বন্ধ করে দিয়ে অন্যত্র রাস্তা পারাপারের জন্য ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে । যদিও এ বিষয়ে রানাঘাট জেলা পুলিশের ট্রাফিক ডিএসপি বলেন, এখানে ফুলিয়াপাড়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন রাস্তা পারাপারের জন্য যে কাটআউটটি রয়েছে, সেখানে জীবনহানি ঘটছে। তাই সাধারণ মানুষের কথা ভেবে রাস্তা পারাপারের জায়গাটি বদলানোর কথা জানানো হয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে।

■ দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা পরিদর্শনে এসপি আশিস মৌর্য।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গত রবিবার ১৬ নং জাতীয় সড়কে অবস্থিত ডেবরা টোল প্লাজায় বাজ পড়ে সেখানকার ২২ লক্ষ টাকার একাধিক মেশিন পুড়ে যায়। ম্যানুয়াল কাজ হচ্ছে। ম্যানেজার কুন্দন শাহ বৃহস্পতিবার জানান, সমস্যা সমাধানে চেষ্টা চলছে

আমার বাংলা
26 September, 2025 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা জমিয়ে দুঃস্থ মেয়েদের নতুন বস্ত্র উপহার

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা জমিয়ে দুঃস্থদের বস্ত্রদান করল সোনামুখী শহরের প্রমিলা বাহিনী। পুজোর ঠিক মুখে এই মানবিক ছবি ধরা পড়ল সোনামুখী শহরের ১৫ নং ওয়ার্ডে। দশভূজার আগমনের প্রাক-মুহূর্তে অনেক মানবী দুর্গা অসহায় অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এবার তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে এগিয়ে এল সোনামুখী পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমিলা বাহিনী। বছরভর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা জমিয়ে প্রায় ২০০ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে পুজোর উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হল এইসব নতুন বস্ত্র। বুধবার সন্ধ্যায় সোনামুখীর বিশিষ্ট সমাজসেবী বাবলি গোস্বামীর নেতৃত্বে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মহিলারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন অসহায় মেয়েদের প্রতি। এর ফলে ওই এলাকার মা চামুণ্ডা কালীমন্দির প্রাঙ্গণ আলোকিত হয়ে ওঠে কয়েকশো অসহায় মানুষের চওড়া হাসিতে। বস্ত্রদান কর্মসূচি চলার সময় দেখা যায়, লক্ষ্মী সেজে, লক্ষ্মীর ভাঁড় নিয়ে এক মহিলাও হাজির রয়েছেন সেখানে। বাবলি জানান, তাঁদের এই কর্মকাণ্ডের অনুপ্রেরণা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা বছর যেভাবে তিনি মানুষের পাশে থাকেন তা থেকে শিক্ষা নিয়েই তাঁর দেওয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা জমিয়েই তাঁদের এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। আগামী দিনেও এই ধরনের সেবামূলক কাজ একইভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাবেন বলে জানালেন উদ্যোক্তা প্রমিলাবাহিনী।

সোনামুখীতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় দুঃস্থদের নতুন কাপড় বিলি।

দুর্গাপুরে ফুলঝোড় সর্বজনীন পুজোর সূচনায় মন্ত্রী মলয় ঘটক, প্রদীপ মজুমদার।

হলদিয়ায় বাসুদেবপুর ক্ষুদিরাম স্মৃতি সংঘের পুজোয় আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি তথা তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

থিমের পুজোয় রঙিন জামবনি, গিধনি

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

সৃষ্টির মূলে রয়েছে নারী। প্রকৃতিরূপী নারী কিংবা নারীরূপী প্রকৃতি— আদি কাল থেকে এই ভাবনাই প্রবাহিত হয়ে এসেছে মানবজীবনে। অথচ আজকের মায়েরা পরিবার ও সমাজের কেন্দ্রবিন্দু, হয়েও অবহেলিত। এই সত্যকে তুলে ধরতেই জামবনি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির এবারের থিম 'মা কার?'। মণ্ডপে ব্যবহার হয়েছে বাঁশের সিঁড়ি, ঝুড়ি, লালপাড় শাড়ি, খাট, হাঁড়ি ইত্যাদি। ৮ লক্ষের বাজেটে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কমিটির পক্ষে তপন পান্ডা জানান,আমরা আমাদের থিম ভাবনায় মায়ের ভূমিকা ও তাঁর প্রতি সমাজের অবহেলাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এই ভাবনার মধ্য দিয়েই মাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে গিধনি স্পোর্টিস ক্লাব তাদের ৮১তম বর্ষে থিম করেছে 'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে'। ১৬ লক্ষের বাজেটে তৈরি মণ্ডপের বার্তা : মা দুর্গা কেবল গণ্ডিবদ্ধ পুজোর দেবী নন, তিনি বিশ্বজননী। বিভিন্ন মানব মডেল, মাটির ঘর ও শৈল্পিক নকশার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে সমাজের নানা স্তরের মানুষকে। সম্পাদক সঞ্জীব দে বলেন, আমাদের দেবী মা বিশ্বজননী, সেই বার্তাই আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি। গিধনির পূর্বাশা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবার ২৫তম বর্ষে ১৮ লক্ষ টাকার বাজেটে সাজিয়েছে শৈল্পিক কারুকাজের মণ্ডপ। থিম ঝাড়গ্রাম জেলা। পুরো থিম সেজেছে দু'ভাগে। বাইরের অংশে উঁচু ডায়াসে কাটআউটের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জেলার দর্শনীয় স্থান চিল্কিগড় মন্দির, শ্মশানকালী মন্দির, নয়াগ্রামের রামেশ্বর মন্দির ইত্যাদি। ভিতরের অংশে ক্লে মডেলিংয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত বাঁশের ঝুড়ি বোনা, গ্রামীণ মানুষের নানা কাজকর্ম থেকে সরকারি প্রকল্প। সভাপতি সুমিত বিশাল বলেন, জেলার ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রাকে থিমের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য।

কিউট দুর্গার দোসর রাজবাড়িতে গোপালভাঁড়

সংবাদদাতা, আসানসোল : রবীন্দ্রনগর উন্নয়ন সমিতির এ বছরের আকর্ষণ এআই প্রযুক্তির কিউট দুর্গা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন গত রবিবারেই। এবার এই পুজোর ৫৯ বছর। মণ্ডপের থিম রাজবাড়িতে গোপাল ভাঁড়। গোপাল ভাঁড়ের বিখ্যাত গল্প এবং কৌতুক উঠে আসবে মণ্ডপের দেওয়ালে। তৈরি হয়েছে রাজবাড়ির মতো মণ্ডপ। পাশাপাশি কলকাতার কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীর বানানো দুর্গাপ্রতিমা এবার বড় আকর্ষণ। এই প্রতিমা নিয়ে পুজো শুরুর আগেই হইচই পড়ে গিয়েছে আসানসোলে। প্রতিমাটি কিউট দুর্গা নামে ইতিমধ্যেই খ্যাতি পেয়েছে। দুর্গা থেকে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী সরস্বতী, প্রত্যেকেরই মুখ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই পুজোর বাজেট ২৫ লক্ষ টাকা। এবারের পুজোর থিম এবং প্রতিমা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি।

মেদিনীপুর পুলিশ লাইনের পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ৭০ বছরে পড়ল মেদিনীপুর পুলিশ লাইন হাউসিংয়ের দুর্গাপুজো। এবারের থিম মোদের গরব মোদের ভাষা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন বৃহস্পতিবার। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার জানান, জেলার প্রতিটি পুজো মণ্ডপের নিরাপত্তায় থাকছে ৫০০০-এর বেশি পুলিশ। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে রয়েছে পিঙ্ক মোবাইল সিস্টেম। বিশেষ করে মহিলাদের সুরক্ষা দিতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে জেলা পুলিশ। নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা নেবে পুলিশ প্রশাসন। এদিন পুজোর গাইড ম্যাপ উদ্বোধন হয়। সঙ্গে জেলার ১০০টি জায়গায় হেল্পলাইন কিয়স্ক।

ধুলিয়ানে ৩০০ বছরের ২২ পুতুলের পুজো

কমল মজুমদার • জঙ্গিপুর

মুর্শিদাবাদে ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা জমিদার বাড়িতে প্রায় ৩০০ বছর আগে শুরু হওয়া দুর্গাপুজোয় দেবী উমা এবং তাঁর সন্তানদের সঙ্গে পুজো করা হয় ১১ দেবী এবং ১১ দেবতাকে। ২২ পুতুলের দুর্গাপুজো নাম খ্যাত এই জমিদার বাড়ির পুজো আজও জেলার মানচিত্রে অন্যতম আকর্ষণ। ঢাকার বিক্রমপুরের মারুচি গ্রামে বসু পরিবারের এই পুজোর সূচনা করেন রাঘবেন্দ্র রায়। পরবর্তীকালে পুজো স্থানান্তরিত হয় কাঞ্চনতলা গ্রামে। বসু পরিবারের সদস্যরা ঢাকার নবাবের দেওয়ান ছিলেন। ভাল কাজের জন্য নবাবের কাছ থেকে 'বসু', 'রায়' উপাধি পান। মুর্শিদাবাদে চলে এসে তৎকালীন মালদা-মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার সংযোগস্থলে দেওনাপুরে জমিদার বাড়ি তৈরি করেন। তবে প্রতি বছর বর্ষায় দেওনাপুরের বিস্তীর্ণ অংশ প্লাবিত হওয়ায় অন্যত্র 'জমিদার বাড়ি' সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উঁচু জায়গা খুঁজতে গিয়েই তাঁরা কাঞ্চনতলার খোঁজ পান। পরিবারের দুই সদস্য জগবন্ধু রায়, ভগবতী রায় নীল বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলে তাঁদের কাছ থেকে সাতটি নীল কুঠি কিনে নেন এবং জমিদারি আরও বাড়ান। পরিবারের দশম পুরুষ সুদীপ রায় বলেন, প্রায় ৩০০ বছর ধরে একই রকম নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের পরিবারের দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। সদস্যরা দেশবিদেশের যেখানেই থাকুন, পুজোয় সকলে কাঞ্চনতলার বাড়িতে অবশ্যই উপস্থিত হন।

পোড়া রুটি, পোড়া মাছে ২৮২ বছরের পুজো

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • পাঁশকুড়া

আজ থেকে প্রায় ২৮২ বছর আগে দেবী মহামায়ার স্বপ্নাদেশ পেয়ে সূচনা হয় পাঁশকুড়ার কাশীজোড়া রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর। যে পুজোর অন্যতম অঙ্গ পোড়া রুটি ও পোড়া মাছ। মহালয়ার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে কাশীজোড় রাজবাড়ির পুজোর ঘটস্থাপন হয়। সেই সময় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিলেন তিনি। ফলে রাজ্যপাট চালাতে কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না। সেই সময় দেবী দশভূজা গঙ্গানারায়ণকে স্বপ্নে বলেন তাঁর পুজো শুরু করার জন্য। তবেই সুন্দরভাবে চলবে তাঁর রাজ্যপাট। তবে আর্থিক দুর্বল গঙ্গানারায়ণের পুজো করা নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। জাঁকজমক করে পুজো করার অর্থ তাঁর কাছে ছিল না। এরপরই দেবী ফের স্বপ্নাদেশ দেন, ভোগে শুধুমাত্র পোড়া মাছ, পোড়া রুটি ও লাল নটেডাঁটা দিয়ে ডালের টক দিলেই তিনি সন্তুষ্ট। এরপরই গঙ্গানারায়ণ শুরু করেন দেবী মহামায়ার আরাধনা। তারপর থেকেই সুন্দরভাবে চলতে থাকে তাঁর রাজ্যপাট। ইতিহাস বলছে, পাঞ্জাবের বাসিন্দা গঙ্গানারায়ণ হেঁটে ঘুরতে ঘুরতে ওড়িশায় পৌঁছান। যে সময় মুঘলরা একের পর এক ঐতিহ্যশালী স্থাপত্য ও ধর্মীয় স্থান ভেঙে ফেলছে। পুরীর মন্দির ধ্বংসেরও ছক ছিল তাদের। ওড়িশার রাজা মন্দির রক্ষার জন্য উপযুক্ত সেনাপতির খোঁজে ছিলেন। গঙ্গানারায়ণকেই সেনাপতি নিযুক্ত করায় তিনিই পুরীর মন্দিরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। ফলে পুরীর রাজা উপহার হিসাবে কাশীজোড়া পরগনা দেন গঙ্গানারায়ণের হাতে। এর পরই ঘোড়ায় চেপে কাশীজোড়া এসে দেবীর স্বপ্নাদেশমতো তাঁর পূজার্চনা শুরু করেন গঙ্গানারায়ণ। স্বপ্নাদেশে বলা পদের পাশাপাশি সন্ধিপুজোয় দেবীকে দেওয়া হয় পঞ্চব্যঞ্জন।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
26 September, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

স্বাস্থ্য দফতরের হেল্পলাইন পরিষেবা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দুর্গোৎসবের ভিড় ও ব্যস্ততার মাঝেও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা যাতে ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি গভার্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চালু হল বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর ৮৫৯৭৯-৬৫০১৬। পুজোর দিনগুলিতে নাগরিকরা এই নম্বরে ফোন করে যেকোনও সময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ ও জরুরি সহায়তা পাবেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উৎসবের সময়ে বহু মানুষ যাতায়াত সমস্যা বা ভিড়ের কারণে সঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে হেল্পলাইন নম্বরটি কার্যকর ভূমিকা নেবে। জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের

এমএসভিপি ডক্টর কল্যাণ খাঁ বলেন, দুর্গাপূজার মতো উৎসবের দিনে মানুষের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা নেহাত কম নয়। অনেকেই মণ্ডপে বা বাড়িতে হঠাৎ সমস্যায় পড়েন। তখন হাসপাতালে পৌঁছতে দেরি হলে বিপদ বাড়ে। সেই কথা মাথায় রেখেই এই হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। ফোন করলেই প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীরা দ্রুত পরামর্শ দেবেন, প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে আনার ব্যবস্থাও করা হবে। তিনি আরও বলেন, উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে গেলে শরীর ও মনের সুস্থতা রক্ষা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই সচেতনভাবে খাবার, বিশ্রাম ও নিরাপত্তার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের দাবি, দুর্গাপূজার সময় নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার সবসময় সচেষ্ট। এই হেল্পলাইন পরিষেবা সাধারণ মানুষকে অনেকটাই স্বস্তি দেবে এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য জেলাতেও একই ধরনের পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

■ **দুর্গাপুরের অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদের দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার।**

মা-কে খুনে যাবজ্জীবন সাজা

■ মা-কে খুনে যাবজ্জীবন সাজা হল গুণধর ছেলের। দার্জিলিঙের ঘটনা। অভিযুক্তের নাম কৈলাস থাপা। নিহত প্রৌঢ়ার নাম মিতালি থাপা। ঘটনা ২০২৪ সালের। অভিযোগ, মায়ের কাছে কিছু টাকা চেয়িছিল কৈলাস। না পেয়েই মা-কে নৃশংসভাবে খুন করে। গ্রেফতারের পর খুনের মামলা রুজু হয়। ১৬ জনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দার্জিলিঙের জেলা আদালতের বিচারক অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

ফের ধসে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম

সংবাদদাতা, দার্জিলিঙ: ফের ধসে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম। বন্ধ হয়ে গেল চুংথাং, লাচুঙের রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এসময় প্রচুর পর্যটক রয়েছেন উত্তর সিকিমে। ধস নামায় বিপদের মুখে পড়েন তাঁরা। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে উত্তর সিকিমে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। উল্লেখ্য, খারাপ আবহাওয়া, প্রবল বৃষ্টির কারণে ধস নামছে পাহাড়ে। এনিয়ে একাধিকবার বন্ধ হল রাস্তা।

অবশেষে খাঁচাবন্দি হল চা-বাগানের ত্রাস লেপার্ড

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ডুয়ার্সের ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের গুডহোপ চা-বাগানে অবশেষে বন দপ্তরের উদ্যোগে ধরা পড়ল চিতাবাঘ। বৃহস্পতিবার সকালবেলা শ্রমিক লাইনের সি-৪এ সেকশনে দপ্তরের পাতা বিশেষ খাঁচায় বন্দি হয় পূর্ণবয়স্ক এই বাঘটি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এলাকাজুড়ে চিতাবাঘের গতিবিধি বাড়তে থাকায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিল বাগান শ্রমিকরা। গবাদি পশু নিখোঁজ হওয়া থেকে শুরু করে সন্ধ্যা নামলেই ঘর থেকে বেরোতে ভীতি সব মিলিয়ে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই বন দফতর দ্রুত তৎপরতা নেয়। চা বাগানের সুরক্ষিত জায়গায় বিশেষ খাঁচা বসানো হয়। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালেই সেই ফাঁদে বন্দি হয় চিতাটি। বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়, চিতাবাঘটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। তার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা ও মানুষের সুরক্ষা উভয় দিক মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।” চিতাবাঘ ধরা পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। স্বস্তির হাসি ফেরে শ্রমিক পরিবারের মুখে।

বালুরঘাটে পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ

■ **গাইড ম্যাপ হাতে চিন্ময় মিত্তাল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার।**

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : দুর্গাপুজো উপলক্ষে গাইড ম্যাপ উদ্বোধন করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। জেলা পুলিশ সুপার জানান, এদিন বালুরঘাট পৌরসভা এবং গঙ্গারামপুর পৌরসভার পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হল। এলাকার পুজোগুলি যাতে সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে দর্শন করতে পারে, সে বিষয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ-সহ রুট ম্যাপ দেওয়া হয়েছে। পুজোর সময় রুট ম্যাপ মেনে যানবাহন চলাচল করবে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হাতির, জখম আরও এক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল হাতির। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ঠিক ৭টা ১০ মিনিটে শিয়ালদহগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে মংপং জঙ্গলের ট্র্যাক অতিক্রম করছিল। সেই সময় দু'টি হাতি ট্র্যাক পার হচ্ছিল। এর মধ্যে একটি হাতি ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং অপর হাতিটি গুরুতরভাবে আহত হয়। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় যাত্রীরা ও স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মৃত হাতিটির দেহ ট্র্যাকের পাশেই পড়ে থাকতে দেখা যায়। আহত হাতিটি ছিটকে গিয়ে

জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। দুর্ঘটনার জেরে ট্রেনটি বেশ কিছু সময় ধরে আটকে ছিল। পরে সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিট নাগাদ ট্রেনটি পুনরায় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। খবর পেয়ে বন দফতর ও রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং জানান, 'ট্রেনের ধাক্কায় একটি হাতির মৃত্যু হয়েছে এবং আরেকটি হাতি আহত হয়েছে। বিষয়টি আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি এবং বন দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' উল্লেখ্য, মংপং-সেভক রেলপথটি দীর্ঘদিন ধরেই হাতি করিডর হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলে বারবার হাতি-ট্রেন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। ইতিমধ্যেই রেল ও বন দফতরের তরফে সীমিত গতিতে ট্রেন চালানোর নির্দেশ থাকলেও মঙ্গলবারের এই দুর্ঘটনা ফের নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে এই রেলপথে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা নিয়ে।

■ **যুবককে ধাওয়া দাঁতালের! জঙ্গলমুখী হাতির পিছু নেয় যুবক। হাতিকে উত্যক্ত করে ওই যুবক। যুবককে পাল্টা ধাওয়া দাঁতালের। অল্পের জন্য রক্ষা যুবকের। নকশালবাড়ির হাতিঘিসার ঘটনা। পরে জঙ্গলে ফিরে যায় হাতি।**

চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ির পুজো সারাবছর ধরে প্রতীক্ষায় বাঙালি

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

দিল্লির সবথেকে পুরনো প্রবাসী বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল চিত্তরঞ্জন পার্ক। এই সম্ভ্রান্ত এলাকার প্রাচীন কালীবাড়ির আকর্ষণও দীর্ঘদিনের। চিত্তরঞ্জন পার্কের ১ নম্বর মার্কেট থেকে হাঁটাপথ এই কালীমন্দির। অনেকে বলেন শিবমন্দির। সারাবছর পর্যটকের ভিড় লেগেই আছে। দিল্লি এবং এনসিআর জনবসতি বাড়ার সঙ্গে লাফিয়ে বেড়েছে দুর্গাপুজার সংখ্যাও। কিন্তু এরইমাঝে চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ির দুর্গাপুজার জনপ্রিয়তা আজও একটা দৃষ্টান্ত। সারা বছর ধরে দিল্লির মানুষ প্রতীক্ষায় থাকেন এখানকার প্রতিমা দর্শনের। এখানকার কালীমন্দিরের পাশে ছোট জমিতেই বছরের পর বছর মা দুর্গার আরাধনার আয়োজন করা হয়। মন্দিরের সদস্য মহিলা, পুরুষ একযোগে পুজোর আয়োজন করেন। শিল্পীরা কাঠামো গড়া থেকে শুরু করে মাটির সম্পূর্ণ প্রতিমা গড়া পর্যন্ত এই কালীমন্দিরেই থাকেন।

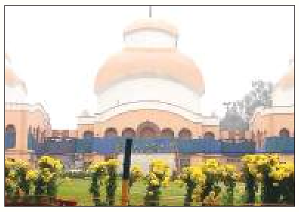

এটাই এখানকার রীতি। কালীমন্দিরের পাশে ফুলের সুসজ্জিত বাগান তার ডানদিকে ছোট মাঠে মণ্ডপ গড়ে তোলা হয়। ষষ্ঠী থেকে দশমী মায়ের আবাহন। ডাকের সাজের প্রতিমা বেদিতে বসানো হয়। ষষ্ঠীতে শঙ্খধ্বনি বাজিয়ে মাকে স্বাগত জানান মহিলারা। মা দুর্গাকে সোনার টিপ ও টায়রা পড়িয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। পুজোর চার দিন প্রসাদ, রকমারি ভোগের আয়োজন থাকে। অষ্টমীর সকাল থেকে কয়েকশো মানুষ অঞ্জলি দিতে আসেন কালীমন্দির পূজা মণ্ডপে। এই মন্দিরে প্রসাদ বুকিং নিতে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পুজোর প্রত্যেক দিন ৫ হাজার মানুষ ভোগ খায়। সাধারণ মানুষকে আলাদা করে ভোগ বিতরণ করা হয়। এবছর থেকে কালীমন্দির কমিটির পক্ষ থেকে ন্যায়পাল নিযুক্ত করা হয়েছে। বারিন গাঙ্গুলিকে এই নতুন ন্যায়পালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, কামাক্ষা মন্দিরের মতো এই চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ির ন্যায়পালের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। বাঙালি অধ্যুষিত এই অভিজাত অঞ্চলে পুজোর চারদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। ভিড় সামাল দিতে রাস্তায় নামেন স্বেচ্ছাসেবকরা। বাংলার মুখোরোচক খাবার, এগরোল, ফিশফ্রাই, রকমারি চপ, ঝালমুড়ি, ভেলপুরির স্বাদ উপভোগের পালা ঠাকুর দেখার ফাঁকে। আনন্দে মেতে ওঠে কচিকাঁচা থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষ। এই মণ্ডপের বাইরে সুন্দর বসার জায়গার ব্যাবস্থা করা রয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতা থেকে আসেন স্বনামধন্য শিল্পীরা।

তার ছিঁড়ে পড়ার খবর পেয়েও গাফিলতি বিদ্যুৎ দফতরের

যোগীরাজ্যে রাস্তায় জমা জল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ৩ পড়ুয়ার

প্রতিবেদন: মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাংলায় যখন কুৎসার রাজনীতি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিজেপি ঠিক তখনই গেরুয়া রাজ্য উত্তরপ্রদেশেই জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল স্কুলপড়ুয়া দুই বোন এবং এক কলেজ-পড়ুয়ার। বুধবার বিকেলে বালিয়ায় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রাণ হারাল ২ বোন। অন্য একটি ঘটনায় যোগী রাজ্যেরই সুলতানপুরে একইভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বছর বাইশের এক কলেজ পড়ুয়ার। দুটি ঘটনার জন্যই যোগীরাজ্যের অপদার্থ প্রশাসনকে দায়ী করেছে সাধারণ মানুষ। অভিযোগ, গেরুয়া সরকারের গাফিলতিতেই অকালে ঝরে গেল তিনটি তাজা প্রাণ।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মৃত ২ বোন আঁচল (১৫) এবং অলকা (১২) যথাক্রমে নবম এবং সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। তাদের বাবা হরেরাম যাদব হেড কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত গোরক্ষপুরে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বালিয়ার সুখপুরা থানা এলাকায় জিরাবস্তি বা নয়াবস্তি এলাকায়। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার রাস্তার অধিকাংশই ডুবে ছিল জলে। সেই জমা জলেই ছিঁড়ে পড়েছিল ৪৪০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক তার। জমা জলে পা দিতেই মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় দুই বোন। সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তখন আর কিছুই করার ছিল না। চিকিৎসকরা মৃত বলে

ঘোষণা করে দুই বোনকে। এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। দুই মেয়েকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ বাবা-মা। এলাকার বাসিন্দারা যোগী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ করলেন, দীর্ঘসময় ধরে জল জমে থাকলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পড়া মাত্রই খবর দেওয়া হলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন করেনি কর্তৃপক্ষ। যার ফলে ঘটে গেল দুটি মর্মান্তিক মৃত্যু।

অব্যাহত খেয়োখেয়ি

প্রতিবেদন: মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায় বিজেপি। অথচ নিজের দলেই গণতন্ত্র নেই। সভাপতি বাছাইকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে উঠেছে নিজের মধ্যে খেয়োখেয়ি। সাড়ে ৩ বছর ধরে এই নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তেই আসতে পারল না নেতৃত্ব। মোদি-শাহ আর সংঘের মধ্যে অব্যাহত দড়ি টানাটানি। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সংঘপ্রধানের বক্তব্যকে সমর্থন করায় জটিল হয়েছে সমস্যা। বিজেপির এই দুরবস্থায় তৃণমূলের কটাক্ষ, এই হল বিজেপির কালচার!

ভারতের হাতে এল অগ্নি প্রাইম মিসাইল

প্রতিবেদন: চলন্ত ট্রেন থেকেই শত্রুপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি হল ‘অগ্নি প্রাইম মিসাইল’। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুকুটে যুক্ত হল নয়া পালক। বুধবার ওড়িশার আব্দুল কালাম দ্বীপে ট্রেন থেকে পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করল ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। অবশ্যই সফল উৎক্ষেপণ। নিশ্চিতভাবেই ঘুম কাড়বে পাকিস্তান এবং চিনের। কারণ, ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা ২০০০ কিমি পর্যন্ত। যার আওতায় আসছে পাকিস্তান এবং চিনের একটা বড় অংশ। এদিনের পরীক্ষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, চলমান লঞ্চিং প্যাড থেকে উৎক্ষেপণ করা হল এই নেক্সট জেনারেশন ক্ষেপণাস্ত্র। সামরিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘রেল-বেসড মোবাইল লঞ্চার সিস্টেম’। অগ্নি প্রাইমের মতোই।

সব ডিগ্রিই ভুয়ো?

প্রতিবেদন: অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত দিল্লির আশ্রমের পলাতক পরিচালক চৈতন্যানন্দের এমবিএ, পিএইচডি-সহ সব ডিগ্রি ভুয়ো বলে দাবি করেছে দিল্লি পুলিশ। তাঁর ভইয়ের প্রশংসা করেছেন, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, এই দাবিও মিথ্যে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ছাত্রীদের অশ্লীল ম্যাসেজ পাঠানো এবং তাঁদের অশালীনভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ উঠেছে দিল্লির আশ্রমের পরিচালকের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখনও তাঁকে খুঁজেই পায়নি পুলিশ।

অধ্যক্ষের হেনস্থায় আত্মহত্যা পাটনার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীর

পাটনা: এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল পাটনার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্যাম্পাস। অধ্যক্ষের হেনস্থা সহ্য করতে না পেরেই ওই

ছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছে এই অভিযোগে বুধবার রাতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পড়ুয়ারা। অধ্যক্ষের গ্রেফতারের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে কলেজ ক্যাম্পাস। ধরনায় বসে পড়ে পড়ুয়ারা। গভীর রাতেই শুরু হয় ভাঙচুর। আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয় ক্যাম্পাসে।পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে হিমশিম খেয়ে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে,

অগ্নিগর্ভ কলেজে ভাঙচুর-আগুন

মৃতা ছাত্রীর নাম সোনম কুমারী। বছর কুড়ির সোনম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া। বাড়ি মুঙ্গের জেলার বরিয়ারপুরে। সহপাঠীদের অভিযোগ, সোনমকে নানাভাবে হেনস্থা করতেন অধ্যক্ষ। মুখ খুললেই চরম পরিণতির হুমকি দিতেন। দীর্ঘদিন ওই ছাত্রী মুখ বুজে অধ্যক্ষের মানসিক নির্যাতন সহ্য করলেও শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে বুধবার রাতে হস্টেলের চারতলা থেকে ঝাঁপ দেন সোনম কুমারী। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, গুরুতর আহত অবস্থায় সোনম আধঘণ্টা নিচে পড়ে থাকলেও নির্বিকার ছিলেন অধ্যক্ষ!

বৈঠকে কেন কাউন্সিলরদের স্বামীরা? চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে বললেন ক্ষুব্ধ জেলাশাসক

প্রতিবেদন: কাউন্সিলর স্ত্রীদের অকজো করে বসিয়ে রেখে স্বামীদের ক্ষমতা ভোগের লোভে জল ঢেলে দিলেন জেলাশাসক। চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে বললেন স্বামীদের। রীতিমতো ধমক দিয়ে বললেন, আগে চেয়ার থেকে উঠুন। গিয়ে বসুন দর্শকদের গ্যালারিতে। ঘটনার সাক্ষী হল বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে। এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে গেল, বিজেপি রাজ্যে নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলরদের কাজ করতে না দিয়ে আসলে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন তাঁদের স্বামীরাই।

রাস্তাঘাট, নিকাশি-সহ শহরের বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা

করতে জেলাশাসক রুচিকা চৌহান একটি জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কাউন্সিলরদের। কিন্তু জেলাশাসক সভাকক্ষে ঢুকেই অবাক। লক্ষ্য করেন, বেশ কয়েকজন মহিলা কাউন্সিলরের পাশে বহাল তবিয়তে বসে আছেন তাঁদের স্বামীরা! ক্ষুব্ধ জেলাশাসক প্রবল বিরক্তি প্রকাশ করে বেরিয়ে যান সভা ছেড়ে। প্রশ্ন তোলেন, সরকার যখন বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে নারী ক্ষমতায়নের উপরে, তখন কেন পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন মহিলা কাউন্সিলরদের স্বামীরা? চেয়ার ছেড়ে উঠে যাওয়ার নির্দেশ দেন কাউন্সিলরদের স্বামীদের। পরে অবশ্য ফিরে এসে বৈঠক করেন জেলাশাসক।

পেশায় শিক্ষক অথচ জঙ্গি-বন্ধু!

প্রতিবেদন: অদ্ভুত কাণ্ড। পেশা শিক্ষকতা অথচ জঙ্গি সংগঠনের ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার! পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডে জড়িত জঙ্গিদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসার অভিযোগে ধৃত মহম্মদ ইউসুফ কাটারি সম্পর্কে এমনই তথ্য পেয়েছে পুলিশ। স্থানীয় বাচ্চাদেরও পড়াত কুলগাঁওয়ের এই জঙ্গি-বন্ধু। বুধবার কুলগাঁওতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে যৌথবাহিনী।

দেশ বিদেশ

26 September, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সদ্যোজাত কন্যাসন্তান কোলে নিয়ে তৃতীয়বার মা হওয়ার সুখবর সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিলেন বিখ্যাত মার্কিন পপতারকা রিহানা

'বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতি রাখেনি বলেই ক্ষুব্ধ লাদাখবাসীর ধৈর্যের বাধ ভেঙেছে'

সহিংসতা সমর্থন করেন না জানিয়েও বললেন সোনম ওয়াংচুক

নয়াদিল্লি: লাদাখে সহিংসতার পিছনে বিজেপি সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গই দায়ী। জানালেন লাদাখের 'পোস্টারবয়' তথা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোনম ওয়াংচুক। ২০২০ সালে পাহাড়প্রমাণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেভাবে বিজেপি সরকার 'ইউ-টার্ন' করেছে তাতে চরম ক্ষুব্ধ পাহাড়ি জনতা। স্থানীয় যুবকদের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে চলা বেকারত্বের কারণে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় হিংসাত্মক চেহারা নেয় লাদাখের আন্দোলন। হিংসা সমর্থন করেন না জানিয়েও বৃহস্পতিবার বিজেপি সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন লাদাখের গর্ব এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিবেশবিদ-সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। রাজ্যের মর্যাদা ও সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে বুধবার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বাধে। লেহতে জেন-জির বিক্ষোভ ও বিজেপি দফতরে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়। এই

ঘটনাকে ওয়াংচুক তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক দিনগুলির একটি বলে অভিহিত করেছেন। ওয়াংচুক জানান, এই অস্থিরতা লাদাখের জন্য রাজ্যের মর্যাদা ও ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবি পূরণ না হওয়ায় হতাশ যুবকদের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছর ধরে আমরা সম্পূর্ণ শান্তি এবং মহাত্মা গান্ধীর পথ অনুসরণ করে চলেছি। কিন্তু বুধবারের ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, যখন যুবকরা বেরিয়ে এসে তাণ্ডব চালায়। লেহতে বিক্ষোভকারীরা বিজেপি কার্যালয় এবং একটি সিআরপিএফ ভ্যানে আগুন দিলে অন্তত চারজন নিহত এবং ৭০ জনেরও বেশি আহত হন। পুলিশ জানায়, ৩০ জনেরও বেশি কর্মী আহত হয়েছেন। পরে লাদাখের রাজধানী জুড়ে কারফিউ জারি করা হয়। ওয়াংচুক দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে অনশন করছিলেন। তিনি বলেন, সহ-অনশন ধর্মঘটকারীদের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে এই সহিংসতা শুরু হয়েছে। আন্দোলনকারীদের প্রতি সরকারের উপেক্ষা লাদাখের তরুণদের রক্ত গরম করে দিয়েছে। সোনম আরও যোগ করেন, সরকার আলোচনা শুরু করার জন্য ১৬ দিন দেরি করছিল, যা জনগণের হতাশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ক্ষোভকে বছরের পর বছর ধরে অমীমাংসিত দাবির সঙ্গে যুক্ত করে সোনম ওয়াংচুক বলেন, একদিকে লাদাখে গত পাঁচ বছর ধরে বেকারত্ব বাড়ছে, বিশেষত উচ্চস্তরে প্রায় কোনও চাকরি নেই, এবং গণতন্ত্রও সীমিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁর বিরুদ্ধে হিংসায় প্ররোচনার অভিযোগ আনলেও সোনমের দাবি, লাদাখের প্রতিবাদ কর্মসূচি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ছিল।

এদিকে, লাদাখ ইস্যুতে সোনম ওয়াংচুকের সুরে সুর মিলিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী। মোদি-শাহর রাজনীতির সমালোচনা করে তাঁর দাবি, লাদাখে কোনও ভাল দায়িত্বই পালন করতে সক্ষম হননি অমিত শাহ। পাহাড়ি লাদাখের শান্তি বজায় রাখতে 'ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী' অমিত শাহর পদত্যাগ করা উচিত।

প্রতিহিংসা! দায় চাপিয়ে সোনমের বিরুদ্ধে সিবিআই

নয়াদিল্লি: লাদাখের হিংসার জন্য পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে দায়ী করল মোদি সরকার। এর পাশাপাশি শুরু হয়ে গেল চেনা ছকের প্রতিহিংসার রাজনীতি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই সমাজকর্মীর বিরুদ্ধে বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনে এফসিআর-এ তদন্ত করার কথা জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। তাঁর অলাভজনক সংস্থার বিদেশি অনুদান গ্রহণের অনুমতি বাতিল করা হল। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আরব বসন্তের কায়দায় লাদাখের বিক্ষোভে উসকানি দিয়ে গিয়েছেন সোনম। সেইসঙ্গে নেপালের জেন-জি আন্দোলনের উল্লেখ করে

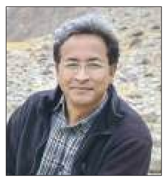

জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন। কেন্দ্রের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সোনমের উস্কানিমূলক বক্তৃতায় প্ররোচিত হয়ে একদল জনতা অনশনস্থল ত্যাগ করে হিংসাত্মক আন্দোলনে যোগ দেন। এক রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের পাশাপাশি লেহ-এর সরকারি দফতরেও হামলা চালানো হয়েছে। হামলার এই গতিপ্রকৃতি দেখে এটা স্পষ্ট যে, সোনম ওয়াংচুকের উসকানিমূলক মন্তব্যের কারণেই জনতা প্রভাবিত হয়ে হিংসায় জড়িয়েছেন। সোনমের পাশাপাশি লাদাখের বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করার জন্য অভিযোগ আনা হয়েছে স্থানীয় কংগ্রেস কাউন্সিলর ফুন্টসগ স্ট্যানজিন সেপাগের বিরুদ্ধে।

সিবিএসই: দশম ও দ্বাদশের সম্ভাব্য সূচি

নয়াদিল্লি: ২০২৬ সালে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার সম্ভাব্য সূচি ঘোষণা করেছে সিবিএসই। পড়ুয়াদের সুবিধার্থে বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে পরীক্ষা হতে পারে। এই সময় দুই ক্লাসের মূল পরীক্ষার পাশাপাশি দশম শ্রেণির দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণির সাপ্লিমেন্টারি ও ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ পরীক্ষা নেওয়া হবে।

আগামী বছর প্রায় ৪৫ লক্ষ শিক্ষার্থী (দেশ-বিদেশ মিলিয়ে) সিবিএসই বোর্ড পরীক্ষায় বসবেন। ভারত ছাড়াও ২৬টি দেশে ২০৪টি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রতিটি পরীক্ষার অন্তত দিন দশেক পর থেকেই শুরু হবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন। গড়ে বারো দিনের মধ্যে এই কাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে সিবিএসইর। তবে সবটাই সম্ভাব্য সূচি হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সব স্কুলের সঙ্গে কথা বলে খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঠিক করা হবে বলে জানা গেছে।

আপনারাই একান্নবর্তী পরিবার

(প্রথম পাতার পর)

বলে ডাকে। তাই কখনও দুঃখ করবেন না, হতাশায় ভুগবেন না। সবসময় হাসিখুশিতে, আনন্দে থাকবেন। আপনারা ভাল থাকলেই আমি ভাল থাকব। প্রতিবারই মহালয়ার পর থেকে হাজার-হাজার পুজো উদ্বোধনের শেষে পুজোর উপহার নিয়ে নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমে যান মুখ্যমন্ত্রী। এবারও সেই নিয়মের অন্যথা হল না। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবনীড়ে ছিলেন মেয়র-মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, মেয়র পারিষদ অসীম বসু, ফিরহাদ-কন্যা প্রিয়দর্শিনী হাকিম-সহ অন্যরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে এবারের পুজো অ্যালবামের গান 'ধনধান্যে ভরে, মা এসেছেন ঘরে' গেয়ে শোনান মন্ত্রী ইন্দ্রনীলও।

পুলিশে আরও মহিলাদের নিয়োগ

(প্রথম পাতার পর)

করে নাম দিয়েছেন 'সেবাশ্রী'। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশদের ছাড়া জগৎ চলে না। কিন্তু একটা-দুটো ভুল হলে সমালোচনা করতে কেউ ছাড়ে না। যাঁদের কাজ নেই, তাঁরাই কুৎসা-চক্রান্ত করে, অপবাদ দেয়। আমাকেও গালাগাল করে। কিন্তু আমি মনে করি, ক্ষমাই পরম ধর্ম। পাঁচজনের জন্য ৯৫ জনকে ভুল বোঝা উচিত নয়।

এই পুজো উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, ডিজি রাজীব কুমার, সিপি মনোজ ভার্মা, ডাইরেক্টর সিকিউরিটি পীযূষ পাণ্ডে-সহ অন্যান্য সিনিয়র পুলিশ অফিসার এবং পুলিশকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সোহম চক্রবর্তী, প্রখ্যাত গায়িকা আরতি মুখোপাধ্যায়, অভিনেত্রী মুনমুন সেন-সহ বিশিষ্টরা। এদিন আরতি মুখোপাধ্যায় ফিরিয়ে দিলেন বাঙালির নস্টালজিয়া।

বিকল্প পথে রাজ্য

(প্রথম পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রী। এদিন একটি বই উদ্বোধন করা হল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে। শিল্পী অনির্বাণ দাসের হাতে ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের একাধিক ইতিহাস। অনুশীলন সমিতি থেকে শুরু করে বিপ্লবীদের নানা কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস দেখতে পাওয়া যাবে সুরুচির মণ্ডপে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আন্দামানে যখন গিয়েছিলাম, সেলুলার জেলে বিপ্লবীদের ইতিহাস দেখেছিলাম। তাঁদের নাম লেখা দেখেছিলাম। সেখানে বহু বাঙালি বিপ্লবীর নাম রয়েছে। সেখান থেকে একটি রেপ্লিকা নিয়ে এসে আলিপুর জেল মিউজিয়ামে আমরা রেখেছি। এদিন মণ্ডপের দেওয়ালে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'বন্দে মাতরম'। যেমনটা বিপ্লবীরা লিখতেন। পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, দেবাশিস কুমার, স্বরূপ বিশ্বাস, জুঁই বিশ্বাস-সহ বিশিষ্টরা।

১৩,৪২১ পদে শিক্ষক নিয়োগ

(প্রথম পাতার পর)

রইল আগাম শুভেচ্ছা। এ বছর মোট পরীক্ষা দিয়েছেন ২,৭৩,১৪৭ জন। উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬,৭৫৪ জন। এক থেকে দশের মধ্যে রয়েছেন ৬৪ জন। মূলত ওবিসি জটিলতার কারণেই টেটের ফল প্রকাশ করতে পারছিল না প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এবার সেই ফল প্রকাশ হল। টেটের ফলপ্রকাশের পর-পরই রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে রোম্যান্টিক কমেডি ড্রামা 'সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারী'। পরিচালক শশাঙ্ক খৈতান। মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন বরুণ ধাওয়ান, জাহ্নবী কাপুর, সানিয়া মালহোত্রা এবং রোহিত শ্রফ

রক্তবীজ ২

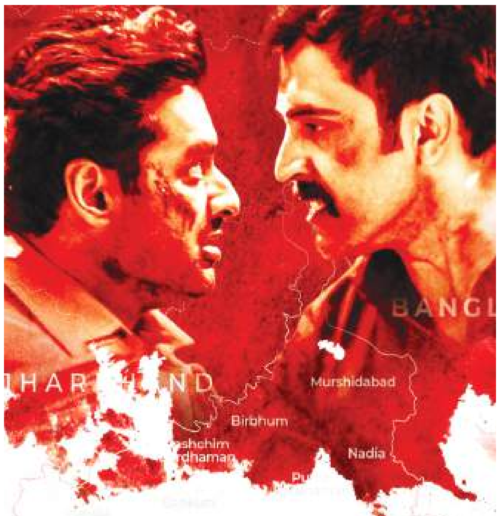

মুক্তি পেয়েছে নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রক্তবীজ ২'। অনবদ্য ছবি। পুজোর সেরা উপহার। দেখে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

নির্মেদ একটি থ্রিলার। পরিচ্ছন্ন। টানটান। ইমোশন আছে, রোমান্স আছে, সেইসঙ্গে ভরপুর অ্যাকশন। সমস্তকিছুই বাঁধা পড়েছে নির্ভেজাল বাঙালিয়ানার সুতোয়। আছে দুটি আইটেম নম্বর। এসেছে চিত্রনাট্যের দাবি মেনেই। অতিরিক্ত মনে হয় না। এইসব কিছু নিয়েই পুজোর মরশুমে দর্শকের দরবারে হাজির নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রক্তবীজ ২'। ছবিটি ২০২৩-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'রক্তবীজ'-এর সিকুয়েল। আগের ছবিটি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। ফলে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব ঘিরে।

প্রথম ছবির চিত্রনাট্যের রসদ জুগিয়েছিল বিস্ফোরণের ঘটনা। ভারতের রাষ্ট্রপতিকে হত্যার চক্রান্ত রচনা করে একটি জঙ্গিগোষ্ঠী। শেষপর্যন্ত কী ঘটে, দর্শকদের জানা। আলো ফেলা যাক সিকুয়েলের উপর।

এখানে ঘটনার স্রোত এগিয়েছে আগের সূত্র ধরেই। যদিও লক্ষ্য পরিবর্তিত। অপরাধী কে, শুরুতেই পরিষ্কার। তিনি কীভাবে লক্ষ্য পূরণে এগোন এবং আদৌও সফল হন কিনা, সেটাই জানান দিয়েছে ছবি। ধোঁয়াশা আছে। মুহূর্তে মুহূর্তে ঘটেছে বাঁকবদল। জেগেছে রোমাঞ্চ, শিহরন। ছড়িয়েছে শেষ মুহূর্তেও।

আইজি পঙ্কজ সিংহ, এসপি সংযুক্তা মিত্র, ইনস্পেকটর নিত্যানন্দ এবারেও আছেন। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছায়ায় অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় কিংবা তাঁর বড়দি গৌরী দেবীও আছেন। তবে এবারের কাহিনির মূলে রয়েছেন মুনির আলম। তিনি ডাঃ রবি শুক্লার পরিচয়ে ঢুকে গেছেন রাষ্ট্রপতির বাড়ির অন্দরমহলে। ঠিক কী ঘটান, সেটা তোলা থাক দর্শকদের জন্য।

ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের নানাদিক সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে সৌহার্দ্য। বলা হয়েছে, জঙ্গিদের কোনও দেশ থাকে না। তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে হাতে হাত রেখে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

অভিনয় ছবির বড় সম্পদ। পঙ্কজ-চরিত্রে আবির চট্টোপাধ্যায়, সংযুক্তা-চরিত্রে মিমি চক্রবর্তী ফাটাফাটি কাজ করেছেন। নিত্যানন্দের চরিত্রে কাঞ্চন মল্লিক আগের মতোই যথাযথ। রাষ্ট্রপতি অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্জিত অভিনয় মন ছুঁয়ে গেছে। গৌরী দেবীর চরিত্রে অনসূয়া মজুমদার ঠিকঠাক। এসেছে কিছু নতুন চরিত্রও। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রে সীমা বিশ্বাসের অভিনয় মনে রাখার মতো। আয়েশা চরিত্রে কৌশানী মুখোপাধ্যায় মানানসই। তবে সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন অঙ্কুশ হাজরা। তিনিই এখানে মুনির আলম। কয়েকটি স্তর রয়েছে তাঁর চরিত্রে।

উইন্ডোজ প্রোডাকশন প্রযোজিত ছবিটির কাহিনি ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন জিনিয়া সেন। বনি চক্রবর্তী, অনুপম রায়, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শিলাজিৎ মজুমদার সুরারোপিত গানগুলো পুজোয় মুখে মুখে ফিরবে।

মাঝেমধ্যেই বাংলা ছবির পাশে দাঁড়ানোর আর্জি আসে। 'রক্তবীজ ২' দেখার পর মনে হল, এমন ছবি তৈরি হলে আর্জি জানানোর দরকার নেই, এমনিতেই প্রেক্ষাগৃহে লাইন লাগাবেন দর্শকেরা। ছবিটি এককথায় অনবদ্য। চাহিদা পূরণে সফল। পুজোর সেরা উপহার। দশে সাড়ে সাত দিলাম। 'রক্তবীজ ৩' দেখতে চান? ধৈর্য ধরুন। সবুরে মেওয়া ফলে।

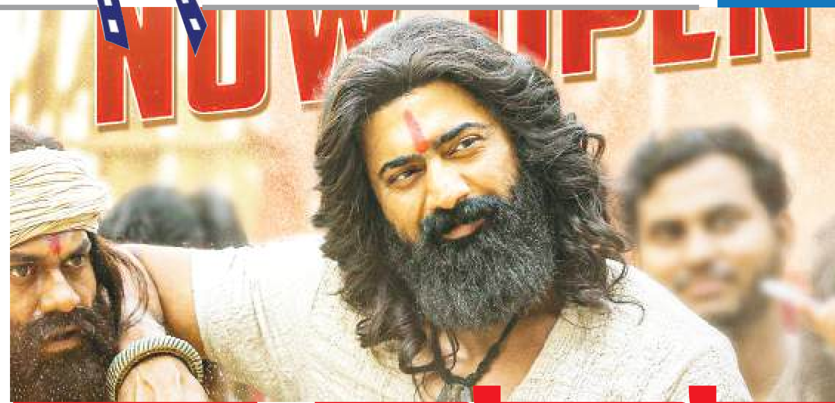

রঘু ডাকাত

ইংরেজ তোষণকারী বাংলার জমিদার এবং নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রঘু ডাকাত-এর গল্প নিয়ে গতকাল মুক্তি পেল পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি 'রঘু ডাকাত'। মুখ্য ভূমিকায় দেব এবং ইধিকা পাল। ছবি দেখে এসে লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রঘু ডাকাত' দেখতে বসলে মনে হবে যেন কোন ধুন্ধুমার, মারকাটারি অ্যাকশন প্যাকড জমজমাট দক্ষিণী ছবি দেখছি! অ্যাকশন-প্রেমী জেন-আলফা কী বলবে জানি না, পেটরোগা ভেতো বাঙালির হজম করা একটু অস্বস্তিরই বটে। এতটা ভায়োলেন্স বাংলা ছবিতে আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের বাংলায় নীলকর সাহেব এবং জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন রঘু ঘোষ। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হয়েছিলেন 'রঘু ডাকাত'। গড়ে তুলেছিলেন দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল বাহিনী। রুদ্রপুরের অত্যাচারী জমিদার অহীন্দ্র বর্মন আর নীলকর সাহেব ডানকান ও ফার্গুসেন সাহেবের বিরুদ্ধে ময়নাঝোরার রাজা বাংলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ সেই রঘু ডাকাতের জেহাদ এই গল্পের বিষয়। সেই জেহাদের অনুপ্রেরণা ছিল বাংলা হতদরিদ্র চাষীরা। এককথায় রঘু ছিলেন বাংলার রবিনহুড। ইংরেজ তোষণকারী বাংলার জমিদার এবং নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে রঘুর প্রতিশোধের গল্পের বিষয়বস্তু আর ক্লাইম্যাক্স তোলা থাক দর্শকদের জন্য।

আসি চরিত্র প্রসঙ্গে। কখনও তিরন্দাজের বেশে, কখনও খড়্গ বা বর্শা হাতে পাগড়ি পরা, কপালে পুরু সিঁদুরের প্রলেপ লাগানো আগুনচোখো রঘু ডাকাতের চরিত্রে দেব-এর লুক, সিক্স প্যাক, শরীরী ভাষা এবং প্রচণ্ড অ্যাকশনের এই ককটেল দেব-প্রেমীরা দারুণ উপভোগ করবেন। শুরুটা একটু ঢিমেতালের হলেও ছবি যত এগিয়েছে গতি পেয়েছে। চমকপ্রদ ভিজ্যুয়াল এফেক্টের ব্যবহার এ ছবির পাওনা। এছাড়াও সেট ডিজাইনিং থেকে শুরু করে সময়কে ধরা— সবক্ষেত্রে একটা বিগ বাজেটের ছবির মেকিং যেমন হওয়া উচিত এই ছবি তেমনই। লড়াই, প্রতিশোধ, হানাহানির এক রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের গল্প 'রঘু ডাকাত'।

ছবিতে দেবকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাপিয়ে গেছেন সহ-অভিনেতারা। ক্রুর অত্যাচারী অহীন্দ্র বর্মনের চরিত্রে অনির্বাণ ভট্টাচার্য অনবদ্য, দুর্লভ রায়ের চরিত্রে ওম সাহানি দুর্দান্ত। এছাড়া সোহিনী সরকার যেমন অভিনয় করে থাকেন তেমনটাই। ছবিতে রঘু আর সৌদামিনীর রসায়ন উপভোগ্য। সৌদামিনীর চরিত্রে ইধিকা পাল যথাযথ। ছবির গানগুলো বেশ ভাল। আবহসঙ্গীতে রথিজিৎ ভট্টাচার্য। সঙ্গীতে নীলায়ন চট্টোপাধ্যায়, রথিজিৎ ভট্টাচার্য। সংলাপ সুগত গুহ। মেকাপ সোমদাথ কুণ্ডু। সৌমিক হালদারের সিনেমাটোগ্রাফি বেশ ভাল। সৃজনশীল পরিচালনায় দেব অধিকারী নিজে। প্রযোজনা এসভি এফ এন্টারটেইনমেন্ট ও দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার। পুজোর ছবি হিসেবে 'রঘু ডাকাত'কে দশে পাঁচ দেওয়াই যায়।

১৪
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

মাঠে ময়দানে

26 September, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পেয়ে বিশ্বকাপে অনিশ্চিত ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটার অরুন্ধতী রেড্ডি

বোলাররাই পাকিস্তানকে ভারতের সামনে আনল

বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে শাহিনরা

পাকিস্তান ১৩৫-৮ (২০ ওভার)
বাংলাদেশ ১২৪-৯ (২০ ওভার)
(পাকিস্তান ১১ রানে জয়ী)

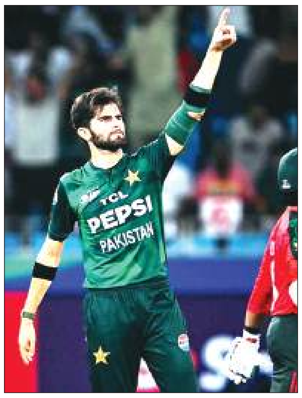

বল হাতে বিধ্বংসী শাহিন।

দুবাই, ২৫ সেপ্টেম্বর : ব্যাটিং বিপর্যয়ের বিরাট ধাক্কা সামলে এশিয়া কাপ ফাইনালে চলে গেল পাকিস্তান। স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের। শেষ ওভারে পাকিস্তান ১১ রানে হারাল বাংলাদেশকে। রবিবার আরও একটা ভারত-পাক দ্বৈরথ। সুপার ফোরে পরপর দুই ম্যাচ জিতে আগেই ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছিল সূর্যকুমার যাদবের দল।

এশিয়া কাপের কার্যত সেমিফাইনাল ম্যাচ ছিল এদিন। শাহিন আফ্রিদির নেতৃত্বে বোলাররাই ফাইনালে পাকিস্তানকে ভারতের সামনে এনে দিল। মাত্র ১৩৫ রানের পুঁজি নিয়েও বাজিমাত করল পাক বাহিনী। ১৩৬ রান তাড়া করতে নেমেও শাহিন, রউফ এবং পাক স্পিনারদের দাপটে কখনও স্বস্তিতে ছিল না পাকিস্তান। বাংলাদেশের হয়ে শামিম হোসেন সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন। শাহিন ও রউফ নেন ৩টি করে উইকেট। সাইম আয়ুবের ঝুলিতে ২ উইকেট।

তাসকিনকে এনে বোলিং বিভাগের শক্তি বাড়িয়ে নেমেছিল বাংলাদেশ। তাসকিন, রিশাদ হোসেনদের আঁটসাঁট বোলিংয়ের সামনে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে পাকিস্তান। প্রথম ওভারেই ভারতের বিরুদ্ধে ভাল খেলা সাহিবজাদা ফারহানকে (৪) ফিরিয়ে পাকিস্তান শিবিরে যে ধাক্কাটা দেন তাসকিন, সেখান থেকে আর বেরোনোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না পাকিস্তান। বাংলাদেশের ফিল্ডারদের একাধিক ক্যাচ মিসের সুবিধা নিতেও সেভাবে পারেনি তারা। একটা সময় ৪৯ রানে ৫ হারিয়ে ধুঁকতে থাকে পাকিস্তান। ব্যাট হাতে চাপের মুখে পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানকে লড়াইয়ে ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা করেন শাহিন। দু'বার জীবন ফিরে পেয়ে ১৩ বলে ১৯ রান করে আউট হন পাক তারকা পেসার। পাকিস্তান লড়াইয়ের রসদ খুঁজে পায়। বাকি সময়ে দুই মহম্মদ হ্যারিস (৩১) ও নওয়াজের (২৫) ব্যাটে স্কোরবোর্ড সচল রাখতে সক্ষম হয় পাকিস্তান। ফহিম আশরাফের (১৪ অপরাজিত) ব্যাটে মুস্তাফিজুর রহমানের করা শেষ ওভারে ১১ রান তুলে বাংলাদেশকে ১৩৬ রানের লক্ষ্য দেয় পাকিস্তান। তাসকিনের ঝুলিতে ৩ উইকেট।

হতাশ করুণ

মুম্বই : ইংল্যান্ডে কামব্যাক ট্যুরে ৫ টেস্টে ২২৬ রান করেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ডাক পাননি করুণ নায়ার। তিনি এতে হতাশ। করুণ বলেছেন, আমি সুযোগ পাব ভেবেছিলাম। জানি না কী বলব। উত্তর জানি না। আমার পক্ষে কিছু বলা কঠিন। এরপর করুণ বলেছেন, নির্বাচকদের জিজ্ঞেস করা উচিত তাঁরা কী ভাবছেন। বলার এটাই যে, শেষ টেস্টে আমি ৫০ করেছিলাম, যখন বাকিদের কেউ রান করতে পারেনি। আমার তাই মনে হয় শেষ টেস্ট দলের জয়ে কিছু ভূমিকা রাখতে পেরেছিলাম।

কোচ সঙ্গকারা

মুম্বই : রাহুল দ্রাবিড়ের জায়গায় রাজস্থান রয়ালসের কোচ হচ্ছেন কুমার সঙ্গকারা। যিনি ২০২১ থেকে ডিরেক্টর পদে রয়েছেন। সঙ্গকারার বড় কাজ হবে সঞ্জু স্যামসনের পরিবর্তে নতুন অধিনায়ক বেছে নেওয়া। সঞ্জু চেন্নাই সুপার কিংসে যেতে পারেন বলে খবর। গত আইপিএলে রাজস্থান সপ্তম স্থানে শেষ করেছিল। শ্যেন ওয়ার্নের হাত ধরে প্রথম আইপিএল জেতা দলের এই হাল অবাক করেছে অনেককে।

ফাইনালে ভারত

কলম্বো : অনূর্ধ্ব ১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে যুব ভারত। রবিবার ফাইনালে সামনে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার কলম্বোয় সেমিফাইনালে নেপালকে ৩-০ গোলে হারাল বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দল। ৬০ মিনিটে প্রথম গোল ভারতের। গোল করে গুনলিয়েবা। এরপর নেপালের প্রতিরোধ সামলে ৮০ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে নামা আজলান শাহ বাঁ-পায়ের দুরন্ত শটে ব্যবধান বাড়ায়। সংযুক্ত সময়ে ডায়মন্ড সিংয়ের গোলে ৩-০ করে ভারত। অন্য সেমিফাইনালে বাংলাদেশ ২-০ হারায় পাকিস্তানকে।

সময় বাড়ল

প্রতিবেদন : শিল্ডে মোহনবাগানের খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। তবে আইএফএ শনিবার দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে মোহনবাগানের সিদ্ধান্ত জানার জন্য। ক্লাব সমর্থকদের একটি ফোরাম আইএফএ-র কাছে চিঠি দিয়ে আবেদন করেছে, শিল্ডের জন্য সময় বাড়ানোর জন্য। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বললেন, মোহনবাগান কোনও চিঠি আমাদের দেয়নি। তবে ক্লাবের সমর্থকদের অনুরোধ মেনে আমরা শনিবার দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

একই গ্রুপে দুই প্রধান

সুপার কাপে ডার্বি হবে ৩১ অক্টোবর

প্রতিবেদন : ২৫ অক্টোবর থেকে গোয়ায় শুরু হচ্ছে সুপার কাপ। ২২ নভেম্বর ফাইনাল। বৃহস্পতিবার হয়ে গেল টুর্নামেন্টের গ্রুপ বিন্যাস। একই গ্রুপে রয়েছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপ 'এ'-তে দুই প্রধানের সঙ্গে রয়েছে চেন্নাইয়িন এফসি এবং রিয়াল কাশ্মীর। ড্রয়েই পরিষ্কার, গ্রুপ পর্বেই হতে চলেছে কলকাতা ডার্বি। প্রস্তাবিত সূচি অনুযায়ী ৩১ অক্টোবর ফাতোরদা স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বড় ম্যাচ। চলতি মরশুমে ডার্বি জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে ইস্টবেঙ্গল। ডুরান্ডে হারের বদলার সুযোগ মোহনবাগানের সামনে।

১৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক গ্রুপে চারটি দল। চার গ্রুপের শীর্ষে থাকা চারটি দলের সেমিফাইনালে খেলার কথা। গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে এফসি গোয়া, জামশেদপুর এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এবং ইন্টার কাশী। গ্রুপ 'সি'-তে রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি, মহামেডান স্পোর্টিং, পাঞ্জাব এফসি এবং গোকুলাম কেরল। গ্রুপ 'ডি'-তে মুম্বই সিটি এফসি, কেরল ব্লাস্টার্স, হায়দরাবাদ এফসি এবং রাজস্থান ইউনাইটেড।

প্রস্তাবিত সূচি অনুযায়ী, ২৫ অক্টোবর উদ্বোধনী দিনেই নামবে দুই প্রধান। মোহনবাগান খেলবে চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে। ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ রিয়াল কাশ্মীর। মোহনবাগানের ম্যাচ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। ইস্টবেঙ্গলের খেলা বিকেল পাঁচটায়। ২৮ অক্টোবর মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ রিয়াল কাশ্মীর। খেলা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। সেদিন ইস্টবেঙ্গল খেলবে চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে। ম্যাচ বিকেল পাঁচটায়। ৩১ অক্টোবর সন্ধ্যায় ফাতোরদায় ডার্বি। ৩০ অক্টোবর বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ মহামেডানের।

ব্যাটে ৭৪, চোট রাহুলের

বেঙ্গালুরু : অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে ৪১২ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে লড়ছে ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৪ রানের ইনিংস খেলেন কে এল রাহুল। তবে এরপর সমস্যা হয় রাহুলের। ফিজিও আসেন মাঠে। এরপর আর ব্যাট করেননি তিনি। দিনের শেষে ভারত এ দলের রান ২ উইকেটে ১৬৯। জেতার জন্য শেষ দিনে চাই আরও ২৪৩ রান। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৫ রানে গুটিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় বোলাররা।

নেইমারকে চাই

সাও পাওলো : বিশ্বকাপে নেইমারকে দলে নিন। কোচ কার্লোস আনচেলোত্তিকে পরামর্শ দিলেন রোনাল্ডো। ব্রাজিলের হয়ে ৭৯ ম্যাচে ১২৬ গোল করা নেইমার ২০২৩-এর অক্টোবরের পর আর জাতীয় দলে খেলেননি। বর্তমানে তিনি স্যান্টোসের হয়ে খেলেন। সাও পাওলোতে এক অনুষ্ঠানে রোনাল্ডো বলেছেন, লোকে নেইমারকে চায়। রোনাল্ডোর না খেলার থেকে খেলাই ব্রাজিলের জন্য জরুরি।

জোড়া গোল, মেসি জেতালেন মায়ামিকে

গোলকিপারকে টপকে বল জালে জড়িয়ে দিলেন মেসি।

নিউ ইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর : নিজে জোড়া গোল করলেন। একটি গোল করালেন। লিওনেল মেসির দুরন্ত পারফরম্যান্সে মেজর লিগ সকারে নিউ ইয়র্ক সিটিকে ৪-০ গোলে ওড়াল ইন্টার মায়ামি। আর এই জয়ের সুবাদে এমএলএস কাপের প্লে-অফের টিকিটও পাকা করে নিল মায়ামি।

৪৩ মিনিটে মেসির ঠিকানা লেখা পাস থেকে বল পেয়ে মায়ামিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ব্যালটাজার রডরিগেজ। ৭৪ ও ৮৬ মিনিটে নিজে দু'টি গোল করেন। মার্কিন লিগের ইতিহাসে মেসি চতুর্থ ফুটবলার, যিনি এক মরশুমে আট ম্যাচে একাধিক গোল করলেন। এর আগে ৮৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ৩-০ করেছিলেন নির্বাসন কাটিয়ে এই ম্যাচেই মাঠে ফেরা লুইস সুয়ারেজ। এবারের মেজর লিগ সকারে ২৩ ম্যাচে ২৪ গোল করে গোলদাতাদের তালিকার শীর্ষে উঠে এলেন মেসি। ২৮ ম্যাচে ২২ গোল করে দ্বিতীয় স্থানে লস অ্যাঞ্জেলেসের ডেনিস বাউয়ানগা। এদিন ৭৪ মিনিটে বিপক্ষ গোলকিপারের মাথায় উপর দিয়ে চিপ করে নিজের প্রথম গোল করেন মেসি। ৮৬ মিনিটে তাঁর দ্বিতীয় গোলটি বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে। এই জয়ের ফলে ২৯ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে মেজর সকার লিগের ইস্টার্ন কনফারেন্স গ্রুপের তিন নম্বরে উঠে এল ইন্টার মায়ামি।

প্রস্তুতিতে ধাক্কা, খালিদের আর্জি

প্রস্তুতি শিবিরে চিন্তিত খালিদ।

বেঙ্গালুরু, ২৫ সেপ্টেম্বর : ক্লাব বনাম দেশ দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ছে ভারতীয় সিনিয়র দলের প্রস্তুতিতে। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শিবির চলছে ভারতীয় দলের। ঘোষিত ৩০ জন প্রাথমিক দলের ফুটবলারের মধ্যে ১৪ জন এখনও যোগ দেননি। বেঙ্গালুরু এফসি, ইস্টবেঙ্গল ও পাঞ্জাব এফসি-র খেলোয়াড়দের সবাই শিবিরে এখনও আসেননি। সুনীল ছেত্রীও বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত যোগ দেননি। সবাই না থাকায় প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটছে বলে প্রচণ্ড হতাশ কোচ খালিদ জামিল। এআইএফএফ এবং আইএসএলের ক্লাবগুলির কাছে খালিদের অনুরোধ, ফুটবলার তারা ছাড়বে কি না, আগে থেকে জানিয়ে দিক। খালিদ বলেছেন, আমাদের দল কখনও ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। তবে কিছু পজিশনে কয়েকজন খেলোয়াড়ের না থাকাটা প্রভাব ফেলছে। প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে ক্লাব ও জাতীয় দলের মধ্যে ভারসাম্য এবং দায়বদ্ধতা বজায় রাখাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। মোহনবাগান ও গোয়ার ফুটবলারদের খালিদ ডাকবেন এসিএল টু ম্যাচের পর।

প্রথম ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেটার হিসাবে বিগ ব্যাশে রবিচন্দ্রন অশ্বিন। খেলবেন সিডনি থান্ডারের হয়ে

নালিশ বোর্ডের, পিসিবির ঢাল রোনাল্ডো

সতর্কিত সূর্য, আইসিসির তলব রউফ–ফারহানকেও

দুবাই, ২৫ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের ২২ গজের বাইরেও শুরু ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ! এবার দুই পাক ক্রিকেটার হ্যারিস রউফ এবং সাহিবজাদা ফারহানের বিরুদ্ধে আইসিসির কাছে নালিশ ঠুকল ভারতীয় বোর্ড। এর পাল্টা পাক বোর্ড দিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে আইসিসির কাছে অভিযোগ জানিয়ে।

সুপার ফোরের ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরির পর 'একে ৪৭ সেলিব্রেশন' করেছিলেন ফারহান। অন্যদিকে, রাউফের 'প্লেন ক্র্যাশ সেলিব্রেশন' নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। এমন বিতর্কিত সেলিব্রেশনের বিরোধিতা করে দুই পাক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে আইসিসির কাছে অভিযোগ জানিয়েছে বিসিসিআই। শুক্রবার রউফ ও ফারহানের শুনানি রয়েছে আইসিসির এলিট প্যানেলের রেফারি রিচি রিচার্ডসনের সামনে। বিতর্ক আরও উসকে দিয়েছেন পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি। গত ফেব্রুয়ারিতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আল ওয়াসলের বিরুদ্ধে গোল করার পর ডান হাত দিয়ে বিমান ওড়ানোর ভঙ্গিতে সেলিব্রেশন করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সেই ছবি এক্স হ্যান্ডেলে ছবি পোস্ট করেছেন নকভি। এর মাধ্যমে রউফের বিতর্কিত সেলিব্রেশনে যে পাক বোর্ডের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে, সেটাই বুঝিয়েছেন তিনি।

একই সঙ্গে সূর্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে পাক বোর্ড। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানকে হারানোর পর, সূর্য জয় উৎসর্গ করেছিলেন পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলায় নিহতদের। একই সঙ্গে কুর্নিশ জানিয়েছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। পিসিবি দাবি করছে, ভারত অধিনায়ক রাজনৈতিক মন্তব্য করেছেন। তাই ক্রিকেটীয় সংস্কৃতির বিরোধী কাজের জন্য সূর্যকে কড়া শাস্তি দিতে হবে। বৃহস্পতিবার শুনানি ছিল সূর্যর। ম্যাচ রেফারি রিচার্ডসন ভারত অধিনায়ককে সতর্ক করেছেন।

যত কাণ্ড এই সেলিব্রেশনেই! বাঁদিক থেকে রউফ ও ফারহান। ডানদিকে আল নাসেরের ম্যাচে গোল করে রোনাল্ডোর উচ্ছ্বাস।

ক্যাচ মিস আলোতেই, দাবি বরুণের

দুবাই, ২৫ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের পর বাংলাদেশ। সুপার ফোর পর্বে টানা দুই ম্যাচ জিতে টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে এশিয়া কাপ ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। তবে ফিল্ডিং নিয়ে চিন্তা কমছে না সূর্যকুমার যাদবদের। পাকিস্তান ম্যাচে চারটি ক্যাচ পড়েছিল। বুধবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফিল্ডাররা ফেললেন পাঁচটি ক্যাচ। এখনও পর্যন্ত গোটা প্রতিযোগিতায় ১২টি ক্যাচ ফেলেছে ভারত। স্বাভাবিকভাবেই দলের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের উপর চাপ বাড়ছে। বাংলাদেশ ম্যাচের পর ভারতীয় দলের মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, দুবাই স্টেডিয়ামের আলোর কারণে ক্যাচ নিতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। অন্যান্য জায়গায় ফ্লাডলাইটের জন্য স্তম্ভ থাকলেও দুবাই স্টেডিয়ামের ছাদের সঙ্গে লাগানো রয়েছে আলো। এই কারণেই স্টেডিয়ামের আলোকে 'রিং অফ ফায়ার' বলা হয়। রাতের আলোয় উপরের দিকে তাকালে যা 'আগুনের গোলক' মনে হতে পারে। ক্যাচ ফস্কানোর নেপথ্যে এই আলোর ঝলকানিকেই দায়ী করছেন বরুণ। তিনি বলেন, মাঝেমধ্যে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এতে সমস্যা হয়। তবে এর সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতেই হবে। বাংলাদেশ ম্যাচে বরুণের বলে একাধিক ক্যাচ পড়েছে। তবে আলোর সমস্যাকে অজুহাত হিসেবে দেখছেন না বিশ্বের এক নম্বর টি-২০ স্পিনার। বরুণ বলছেন, এই পর্যায়ে খেলতে নামলে অজুহাতের জায়গা নেই। সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। ম্যাচ জিততে হলে ক্যাচ ধরতেই হবে।

নিয়মরক্ষার ম্যাচে আজ ফিরতে পারেন অর্শদীপ

দুবাই, ২৫ সেপ্টেম্বর : ভারতের কাছে শুক্রবারের শ্রীলঙ্কা ম্যাচ এখন ডেড রাবার। সূর্যরা ইতিমধ্যেই এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে গিয়েছেন। গৌতম গম্ভীর শুধু কয়েকজনকে গেম-টাইম দিতে পারেন। সম্ভাব্যদের তালিকায় যেমন অর্শদীপ সিংয়ের নাম রয়েছে, তেমনই শোনা যাচ্ছে রিঙ্কু সিংয়ের নামও।

সঞ্জু স্যামসন তিনে নেমে পঞ্চাশ করেছিলেন। কিন্তু তিলক ভার্মার জন্য যখনই পাঁচে চলে গিয়েছেন, তখনই ব্যর্থ হয়েছেন। শ্রীলঙ্কা ম্যাচে সঞ্জু তিনে ফেরত আসতে পারেন। যেহেতু তিলককে বিশ্রাম দিয়ে রিঙ্কুকে খেলানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

জসপ্রীত বুমরা পাকিস্তান ম্যাচে ৪ ওভারে ৪৫ রান দেওয়ার পর প্রচুর কথা উঠেছে। কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আবার তাঁকে ছন্দে ফিরতে

দেখা গিয়েছে। তবে সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ রয়েছে। বুমরার ওয়ার্কলোড সবসময় মনিটর করা হয়। ফাইনালের আগে তাঁকে হয়তো আজ বিশ্রাম দেওয়া হবে।

বুমরা বিশ্রাম নিলে অর্শদীপ দলে আসবেন। এখনও পর্যন্ত তিনি একটি ম্যাচ খেলেছেন। টি ২০ ক্রিকেটে প্রথম ভারতীয় হিসাবে ৬৪ ম্যাচে ১০০ উইকেট নিয়েছেন পাঞ্জাব বোলার। অর্শদীপকে-গেম টাইম দেওয়ার এটাই ভাল সুযোগ।

অধিনায়ক সূর্য রানে নেই। যা নিয়ে সুনীল গাভাসকার মনে করেন, সূর্য অন্যদের ব্যাট করতে এগিয়ে দিয়ে নিজের ব্যাটিংয়ের ছন্দ নষ্ট করেছেন। ব্যাটিং লাইন-আপে এত পরিবর্তনের দরকার নেই। এতে ব্যাটিংয়ের ছন্দ নষ্ট হয়। তবু দরকার হলে করতে হবে, কিন্তু তাই বলে শিবম দুবেকে তিনে পাঠানোর মানে হয় না।

সানি এরপর বলেছেন, অধিনায়ক হিসাবে তোমার ব্যাটে রান দরকার। তুমি আগের ম্যাচেও রান পাওনি। তিনি আরও যোগ করেন, আগের ম্যাচের মতো একই শটে সূর্য উইকেট দিয়ে গেল। এই শট ওকে অনেক রান দিয়েছে। কিন্তু পছন্দের উইকেট না পাওয়া পর্যন্ত সূর্যর উচিত ছিল একটু বুঝে-শুনে খেলা।

টেস্টে বুমরা, নেই করুণ ও অভিমন্যু

দুবাই, ২৫ সেপ্টেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করল ভারতীয় বোর্ড। প্রত্যাশামতোই নেতৃত্ব দেবেন শুভমন গিল। সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন রবীন্দ্র জাদেজা। প্রথমবার কোনও টেস্ট সিরিজে সহ-অধিনায়ক হলেন তিনি।

বিশ্রাম দেওয়ার চর্চা চললেও, ১৫ জনের স্কোয়াডে নাম রয়েছে জসপ্রীত বুমরার। তবে বাদ পড়লেন করুণ নায়ার। নাম নেই বাংলার দুই ক্রিকেটার অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও আকাশ দীপের। তাঁরা ওই সময় ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতের হয়ে খেলবেন। করুণ নায়ারকে নিয়ে মোহভঙ্গ হয়েছে নির্বাচকদের। কিন্তু অভিমন্যুর নাম স্কোয়াডে না থাকাটা সত্যিই বিস্ময়কর। ৯৬১ দিন আগে প্রথমবার টেস্ট দলে ডাক পেয়েছিলেন অভিমন্যু। কিন্তু এখনও তাঁর ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। প্রধান নির্বাচক আগারকর বৃহস্পতিবার অভিমন্যুর বাদ পড়া নিয়ে যুক্তি দিয়েছেন, বিদেশ সফরে তৃতীয় ওপেনারের প্রয়োজন হয়। ঘরের মাঠে দরকার হয় না। কেউ চোট পেলে, দ্রুত নিয়ে আসা যেতেই পারে। আমরা অভিমন্যুর বদলে স্পিনার অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলকে দলে রেখেছি। রাহুল ও যশস্বী তো ভালই ওপেন করছে। দরকারে অভিমন্যুর কথা ভাবা হবে। আমরা সেরা ১৫ জনকেই বেছে নিয়েছি।

চর্চা ছিল সরফরাজ খানের নাম নিয়েও। যদিও সরফরাজ এখনও রিহ্যাব করছেন। মিডল অর্ডারে ভরসা রাখা হয়েছে দেবদত্ত পাড়িক্কলের উপর। দলে ফিরেছেন অলরাউন্ডার নীতীশ রেড্ডিও। বুমরার দলে থাকা নিয়ে আগারকর বলেছেন, ইংল্যান্ড সিরিজের পর পাঁচ সপ্তাহের বিশ্রাম পেয়েছে। এশিয়া কাপেও একটা ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। বুমরা দুটো টেস্ট খেলার জন্য তৈরি। জাদেজাকে সহ-অধিনায়ক করা প্রসঙ্গে আগারকর বলেন, পন্থই আমাদের সহ-অধিনায়ক। দুর্ভাগ্যবশত ওকে চোটের জন্য পাচ্ছি না। আশা করি, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে পন্থ ফিরবে। অভিজ্ঞতা এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের জন্যই জাদেজা এই সিরিজে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে।

ঘোষিত দল : শুভমন গিল (অধিনায়ক), রবীন্দ্র জাদেজা (সহ-অধিনায়ক), কে এল রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, সাই সুদর্শন, দেবদত্ত পাড়িক্কল, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), ওয়াশিংটন সুন্দর, জসপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্যাটেল, নীতীশ রেড্ডি, নারায়ণ জগদীশন (উইকেটকিপার), মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণ ও কুলদীপ যাদব।

'এ' দলের নেতা শ্রেয়স

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর : শ্রেয়স আইয়ারের টেস্ট কেরিয়ার কি অকালেই শেষ হয়ে গেল? পিঠের চোটের কারণে লাল বলের ক্রিকেট থেকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বোর্ডকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন শ্রেয়স। সেই অনুরোধ মেনে নিল বিসিসিআই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল ঘোষণা করে ভারতীয় বোর্ড বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে,

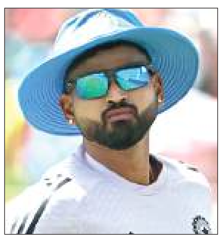

আগামী ছ'মাস লাল বলের কোনও ধরনের ক্রিকেটে শ্রেয়সকে দেখা যাবে না। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। এমনকী রঞ্জি ট্রফির প্রথম পর্বেও তাঁকে হয়তো দেখা যাবে না।

লাল বলে না থাকলেও সাদা বলের ক্রিকেটে, বিশেষ করে একদিনের ম্যাচে মুম্বইয়ের তারকা ব্যাটার জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবেই থাকছেন। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ান ডে রয়েছে ভারত 'এ' দলের। সিরিজের জন্য শ্রেয়সকেই 'এ' দলের অধিনায়ক করা হল। তবে দল ঘোষণা করে প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর বললেন, শ্রেয়স সাদা বলে 'এ' দলের অধিনায়ক হয়েছে বলে সিনিয়র ওয়ান ডে দলকেও আগামী দিনে নেতৃত্ব দেবে, এটা ভাবা ঠিক নয়।

শ্রেয়সকে নিয়ে বোর্ড বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, আগামী ৬ মাস লাল বলের ক্রিকেট থেকে বিরতি নিচ্ছেন শ্রেয়স। ইংল্যান্ডে গিয়ে পিঠের অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। কিন্তু লম্বা ফরম্যাটে খেলতে গিয়ে আবারও পিঠে সমস্যা হচ্ছে। তাই আগামী ছ'মাস ফিটনেসে জোর দেবেন শ্রেয়স।

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব সংখ্যা ১৪৩২

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা

বিশেষ কলাম
» মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
» অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা
» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা
» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা
» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস
» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু-কিশোর
» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা
» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ
» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান
» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য
» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া
» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা
» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প
» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন
» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় সন্ময় দে
» শঙ্কর ঘোষ
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী
» অংশুমান চক্রবর্তী

প্রকাশিত হয়েছে
শীঘ্রই সংগ্রহ করুন